বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং

বুকবিডি সিরিজ

www.bookbd.info

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং

সম্পাদনায় : বুকবিডি সিরিজ।

স্বত্ব : বুকবিডি সিরিজ

প্রকাশক : শরীফ হাসান তরফদার

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন- ৭১১৮৪৪৩, ৮৬২৩২৫১, ৮১১২৪৪১

E-mail : gyankoshprokashoni@gmail.com
gk_tarafder@yahoo.com

প্রকাশকাল : মে ২০১১ ইংরেজি

প্রচ্ছদ : আর্টিস্ট ক্রিয়েটিভ মিডিয়া

কম্পোজ : কমপিউটার লিট্যারেসি হাউস

মেকাপ : আরিফুল ইসলাম

মুদ্রণ : **নোভা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স**
১৫/বি, মিরপুর রোড ঢাকা-১২০৫।
ফোন ঃ ৯৬৬৭৯১৯

ISBN : 978-

মূল্য : টাকা মাত্র । (সিডি সহ)

www.bookbd.info

উৎসর্গ

আমার বাবা হাজী মোঃ মহির উদ্দিন এবং মা মোছাঃ লাইলী বেগম এর জন্য

www.bookbd.info

কৃতজ্ঞতা

ধন্যবাদঃ

১. সুমাইয়া আক্তার মিম
২. রাফিয়া হাসিন
৩. আরিফুল ইসলাম আরিফ
৪. কামাল আহমেদ
৫. সাইফুল ইসলাম
৬. ওবায়েদুল ইসলাম রাব্বি

বইটির বৈশিষ্ট্য

- বইটির মাধ্যমে হতে পারে আপনার জীবনের ক্যারিয়ার এর শুরু।
- প্রতিটি বিষয় ধাপে ধাপে সহজ ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- বইটিতে প্রাকটিক্যালি সব করে দেখানো হয়েছে।
- বইটি পড়ার জন্য পূর্বের কোন জ্ঞান থাকার প্রয়োজন নেই।
- বইটিতে আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং, এস ই ও এবং ওয়ার্ডপ্রেস এই তিনটি বিষয় শিখতে পারবেন।

এই বইটির সাথে ফ্রি যা রয়েছে :

ফ্রি সিডি

- অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর প্রয়োজনীয় বিষয় গুলোর ভিডিও টিউটোরিয়াল দেয়া হয়েছে
- বইটির সাথে ৭৯০০ টাকা মূল্যের Authority Azon থিম ফ্রি দেয়া হয়েছে
- আপনার সাইট এর জন্য প্রয়োজনীয় প্লাগইনস গুলো দেয়া হয়েছে
- আপনার চর্চার জন্য অতিরিক্ত সফ্টওয়্যার দেয়া হয়েছে
- ওয়ার্ডপ্রেস লেটেস্ট ভার্সন দেয়া হয়েছে

www.bookbd.info

ভূমিকা

আমাদের দেশে চাকুরীর বাজার খুব খারাপ। তার মধ্যে ফ্রিল্যান্সিং এ রয়েছে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা। আউটসোর্সিং করার জন্য প্রয়োজন অনেক সময় এবং দক্ষতা। তাই অনলাইন এ আয়ের অন্যতম একটি পদ্ধতি হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং। অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এ রয়েছে অনেক সুবিধা যেমন: ব্যক্তি স্বাধীনতা, সকল প্রকার পণ্য বিক্রয়, অর্ডার প্রসেস করতে হয় না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আয়, ঘরে বসে কাজ পরিচালনা ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে অধিক আয়ের সুবিধা এবং এটিকে ব্যবসায় পরিণত করা যায়। মহান আল্লাহর কাছে অশেষ শুকরিয়া, অগনিত পাঠকের অনুরোধে আমরা বুকবিডি সিরিজ হতে বইটি বের করতে পেরেছি।

Affiliate Marketing একটি মাধ্যম যেখানে Publishar এবং Product প্রস্তুতকারি একত্রে স্বম্মেলিত হয়ে প্রডাক্ট মার্কেটিং ও বিক্রি করে প্রফিট ভগাভগি করে নেয়। আমরা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং নিয়ে কাজ করবো কারণ এখানে কোন প্রকার ঝামেলা ছাড়াই আমরা আমাদের বিজনেস শুরু করে দিতে পারি। অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করার জন্য আমাদের খুব বেশি কাজ জানতে হবে না। শুধু মাত্র নিয়ম অনুযায়ী কাজ করলেই হবে।

বইটিতে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেমন: অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কি? কিভাবে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শুরু করবেন? অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর জন্য কি কি দক্ষতা থাকতে হবে? অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার হবার সুবিধা ইত্যাদি বিষয় দেখানো হয়েছে। এছাড়াও বইটিতে বাস্তবধর্মী প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করা হয়েছে।

বইটিতে আলোচ্য বিষয় গুলো সহজ ভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। যেন একজন পাঠক বইটি পাঠ করে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে খুব সহজে জানতে পারে। বইটি লেখায় কিংবা তথ্যগত কোন ভুল ত্রুটি থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন অথবা আমাদের ইমেইল এর মাধ্যমে জানালে উপকৃত হব। সব শেষে সকলের সাফল্য কামনা করছি।

নিবেদক
বুকবিডি সিরিজ
facebook.com/mmr.sinha
infobook7@gmail.com
www.bookbd.info
facebook.com/ebookbd

www.bookbd.info

একনজরে ইনডেক্স

অধ্যায়-১ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ----------
অধ্যায়-২ অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ----------
অধ্যায়-৩ এসইও (SEO) ----------
অধ্যায়-৪ কী-ওয়ার্ড (Keyword) রিসার্চ এন্ড কম্পেটিটর (Competitor) অ্যানালাইসিস ----------
অধ্যায়-৫ ডোমেইন এন্ড হোস্টিং ----------
অধ্যায়-৬ WordPress ----------
অধ্যায়-৭ ওয়ার্ডপ্রেস এর মাধ্যমে নিস সাইট ডেভেলপমেন্ট ----------
অধ্যায়-৮ কনটেন্ট রাইটিং ----------
অধ্যায়-৯ অ্যামাজন Account ----------
অধ্যায়-১০ ওয়েবসাইট SEO অপটিমাইজড ----------
অধ্যায়-১১ ওয়েব সাইট মার্কেটিং ----------
অধ্যায়-১২ Link Building ----------
অধ্যায়-১৩ ওয়েব অ্যানালাইটিক্স এন্ড রিপোর্টিং ----------
-
অধ্যায়-১৪ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটপ্লেস সমূহ ----------
অধ্যায়- ১৫ এইচটিএমএল (HTML) নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা ----------
অধ্যায়- ১৬ ই-কমার্স পরিচিতি ----------

www.bookbd.info

বিস্তারিত

অধ্যায়-১ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ----------
১.১ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কী? ----------
১.২ কেন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করবেন? ----------
১.৩ বিভিন্ন প্রকার অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ----------
১.৪ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটপ্লেস সমূহ ----------
১.৫ কিভাবে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শুরু করবেন? ----------
১.৬ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর জন্য কি কি দক্ষতা থাকতে হবে? ----------
১.৭ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার হবার সুবিধা ----------
১.৮ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার ----------
অধ্যায়-২ অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ----------
২.১ অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কী? ----------
২.২ কেন আমরা অ্যামাজন এর মাধ্যমে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করবো? ----------
২.৩ অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং মডেল। ----------
২.৪ নিস (Niche) কী? ----------
২.৫ কিভাবে নিস Dig Down করবো? ----------
২.৬ Profitable নিস বাছাই। ----------
২.৭ কিভাবে আমরা অ্যামাজন এর প্রোডাক্ট প্রোমোট করবো? ----------
২.৮ কেন আমরা নিস (Niche) ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করবো? ----------
২.৯ অ্যামাজন প্রোডাক্ট সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া। ----------
অধ্যায়-৩ এসইও (SEO) ----------
৩.১ এসইও (SEO) কী? ----------
৩.২ এস ই ও এর বর্তমান অবস্থা ----------
৩.৩ এসইও এর গুরুত্ব ----------
৩.৪ এসইও এর প্রকারভেদ ----------
৩.৫ অন পেজ এসইও ----------
৩.৬ অফ পেজ এসইও ----------
অধ্যায়-৪ কী-ওয়ার্ড (Keyword) রিসার্চ এন্ড কম্পেটিটর (Competitor) অ্যানালাইসিস ----------
৪.১ কী-ওয়ার্ড (Keyword) কী? ----------
৪.২ কেন আমরা কী-ওয়ার্ড রিসার্চ করবো? ----------
৪.৩ নিস থেকে কী-ওয়ার্ড ----------
৪.৪ নিস সাইট এর জন্য কোন ধরনের কী-ওয়ার্ড সিলেক্ট করা উচিৎ? ----------
৪.৫ কী-ওয়ার্ড সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া। ----------
৪.৬ কী-ওয়ার্ড রিসার্চ টুল ----------
৪.৭ কম্পেটিটর (Competitor) অ্যানালাইসিস ----------
৪.৮ কী-ওয়ার্ড ফাইনালাইজেশন ----------

www.bookbd.info

৪.৯ Secondary কী-ওয়ার্ড গুলো বাছাই করা ----------
৪.১০ প্রোডাক্ট রিসার্চ এবং বিজনেস প্লান ফাইনালাইজেশন ----------
অধ্যায়-৫ ডোমেইন এন্ড হোস্টিং ----------
৫.১ ডোমেইন এন্ড হোস্টিং কী? ----------
৫.২ ডোমেইন এবং হোস্টিং কোথা থেকে নেয়া উচিত? ----------
৫.৩ ডোমেইন Name কেমন হওয়া উচিত? ----------
৫.৪ কিভাবে আমি ডোমেইন রিসার্চ করবো? ----------
৫.৫ আমি কিভাবে ডোমেইন এন্ড হোস্টিং ক্রয় করবো? ----------
৫.৬ ডোমেইন এন্ড হোস্টিং Setup? ----------
অধ্যায়-৬ WordPress ----------
৬.১ ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা ----------
৬.১.১ : ওয়ার্ডপ্রেস কি? ----------
৬.১.২ : ওয়ার্ডপ্রেস এর ইতিহাস ----------
৬.১.৩ : ওয়ার্ডপ্রেস এর সুবিধা ----------
৬.১.৪ : Content Management System বা CMS কি? ----------
৬.২ ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ ----------
৬.২.১ : ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ ----------
৬.২.২ : Server কি? ----------
৬.২.৭ : Wordpress Installation ----------
৬.২.৮ : Wordpress এর Front-End পরিচিতি ----------
৬.৩ ওয়ার্ডপ্রেস পোস্ট এবং্ এর বিভিন্ন বিষয় ----------
৬.৩.১ : পোস্ট (Post) ----------
৬.৩.২ : পোস্ট এর বিভিন্ন ফিচার সমূহ ----------
৬.৩.৩ : Wordpress এ Post করা ----------
৬.৩.৪ : Wordpress এর Post এ ইমেজ অ্যাড করা ----------
৬.৩.৫ : Wordpress Text Editor এর বর্ণনা ----------
৬.৩.৬ : Category ----------
৬.৩.৭ : Tag ----------
৬.৩.৮ : Tag Add করা ----------
৬.৩.৯ : Tag Edit বা Delete করা ----------
৬.৪ মিডিয়া (Media) এবং এর ব্যবহার ----------
৬.৪.১ : Media ----------
৬.৪.২ : Media Library ----------
৬. ৪.৩ : Media তে নতুন ফাইল অ্যাড করা ----------
৬.৫ পেইজ (Pages) এবং এর ব্যবহার ----------
৬.৫.১ : Pages ----------
৬.৫.২ : নতুন পেইজ অ্যাড করা ----------

www.bookbd.info

৬.৫.৩ : তৈরি করা পেইজ Edit, Trash, View করা ----------
৬.৫.৪ : বিভিন্ন লুক এ পেইজকে শো করানো ----------
৬.৬ ওয়ার্ডপ্রেস এ কমেন্ট (Comments) এর ব্যবহার ----------
৬.৬.১: Comments (মন্তব্য) ----------
৬.৬.২: Comment Unapprove করা ----------
৬.৬.৩: Comment Delete বা Trash করা ----------
৬.৬.৪: Comment Edit এবং Reply দেয়া ----------
৬.৭ Appearance ----------
৬.৭.১: Appearance ----------
৬.৭.২: Themes ----------
৬.৭.২.১: নতুন থিম ইনস্টল করা ----------
৬.৭.২.২: Online থেকে থিম ইনস্টল করা ----------
৬.৭.২.৩: বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অনলাইন থেকে থিম ইনস্টল করা ----------
৬.৭.৩:Widgets ----------
৬.৭.৩.১ : Widgets যেভাবে যুক্ত করবেন ----------
৬.৭.৩.২ : কিছু Widgets এর ব্যবহার ----------
৬.৭.৩.৩ : Text widget-এ ইমেজ লোড করা ----------
৬.৭.৩.৪ : Custom menu widget এর ব্যবহার ----------
৬.৭.৪ : Menues ----------
৬.৭.৪.১ : মেন্যু তৈরি করা ----------
৬.৭.৫: Editor ----------
৬.৮ Wordpress Settings ----------
৬.৮.১: Wordpress Settings ----------
৬.৮.২ General ----------
৬.৮.৩ Writing ----------
৬.৮.৪: Reading ----------
৬.৮.৫: Media ----------
৬.৯ ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন ----------
৬.৯.১: ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন কি? ----------
৬.৯.২: প্লাগইন ইনস্টলেশন ----------
৬.৯.২.১ : কম্পিউটার থেকে ইনস্টল করার পদ্ধতি ----------
৬.৯.২.২ : ইন্টারনেট থেকে ইনস্টল ----------
৬.৯.২.৩ : Plugin অপসারন করা ----------
অধ্যায়-৭ ওয়ার্ডপ্রেস এর মাধ্যমে নিস সাইট ডেভেলপমেন্ট ----------
৭.১ ভূমিকা ----------
৭.২ Wordpress Setup করা ----------
৭.৩ ওয়েব সাইট এর থিম সিলেক্ট করা এবং থিম ইনস্টল করা ----------

www.bookbd.info

৭.৪ কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্লান ----------
৭.৫ আমাদের সাইট এর লেআউট কেমন হবে? ----------
৭.৬ ওয়েব সাইট এর জন্য প্রয়োজনীয় পেজ তৈরি এবং নেভিগেশন/মেনু বার তৈরি ----------
৭.৭ নিস সাইট এর জন্য প্রয়োজনীয় প্লাগইনস ----------
অধ্যায়-৮ কনটেন্ট রাইটিং ----------
৮.১ কনটেন্ট কী? ----------
৮.২ সাইট এর কনটেন্ট কেমন হওয়া উচিত? ----------
৮.৩ আমাদের হোমপেজ এর কনটেন্ট কেমন হওয়া উচিত? ----------
৮.৪ অ্যামাজন প্রোডাক্ট রিভিউ কেমন হওয়া উচিত? ----------
৮.৫ প্রোডাক্ট রিভিউ এর জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন। ----------
৮.৬ প্রোডাক্ট রিভিউ এর জন্য কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হয়? ----------
অধ্যায়-৯ অ্যামাজন Account ----------
৯.১ অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্ট তৈরি ----------
৯.২ অ্যামাজন এ Tax Information দেয়া ----------
৯.৩ যেভাবে অ্যাফিলিয়েট লিংক নিবেন ----------
৯.৪ যেভাবে অ্যাফিলিয়েট লিংক চেক করবেন ----------
৯.৫ অ্যামাজন Banner লিংক যেভাবে নিবেন ----------
৯.৬ অ্যামাজন পেমেন্ট মেথড ----------
অধ্যায়-১০ ওয়েবসাইট SEO অপটিমাইজড ----------
১০.১ প্রত্যেক পেজ এর জন্য টার্গেটিং কী-ওয়ার্ড সিলেক্ট করা ----------
১০.২ পোস্ট অপটিমাইজ করা ----------
১০.৩ অন পেজ এস ই ও চেকলিস্ট ----------
১০.৪ Robots.txt ----------
১০.৫ Sitemap Creation ----------
অধ্যায়-১১ ওয়েব সাইট মার্কেটিং ----------
১১.১ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ----------
১১.২ সোস্যাল মেডিয়া মার্কেটিং ----------
১১.৩ কনটেন্ট মার্কেটিং ----------
১১.৪ বিজ্ঞাপন তৈরি ----------
১১.৫ পে পার ক্লিক ----------
অধ্যায়-১২ Link Building ----------
১২.১ ব্যাকলিংক কী? ----------
১২.২ লিংক বিল্ডিং এর প্রকারভেদ ----------
১২.৩ ডিরেক্টরি সাবমিশন ----------
১২.৪ আর্টিকেল সাবমিশন ----------
১২.৫ সোস্যাল বুকমার্কিং ----------
১২.৬ ফোরাম পোস্টিং ----------
১২.৭ সোস্যাল নেটওয়ার্কিং ----------

www.bookd.info

১২.৮ ব্লগ কমেন্টিং ----------
১২.৯ ভিডিও মার্কেটিং ----------
১২.১০ লিংক হুইল ----------
অধ্যায়-১৩ ওয়েব অ্যানালাইটিক্স এন্ড রিপোর্টিং ----------
১৩.১ Google Webmaster Tool ----------
১৩.২ Google Analytic ----------
১৩.৩ সাইট এর রিপোর্টিং ----------
অধ্যায়-১৪ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটপ্লেস সমূহ ----------
১৪.১ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটপ্লেস সমূহ ----------
১৪.২ Clickbank ----------
১৪.৩ Ebay ----------
১৪.৪ Jvzoo ----------
১৪.৫ Commission Junction ----------
১৪.৬ ClickSure ----------
১৪.৭ Linkshare ----------
১৪.৮ Shareasale ----------
১৪.৯ Maxbounty ----------
১৫.১ এইচটিএমএল (HTML) নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা ----------
১৫.১.১ ঃ এইচটিএমএল (HTML) কী ----------
১৫.১.২ ঃ HTML ল্যাংগুয়েজ কিভাবে কাজ করে ----------
১৫.১.৩ ঃ এইচটিএমএল ল্যাংগুয়েজের প্রয়োজনীয়তা ----------
১৫.১.৪ ঃ ক্যারিয়ার হিসেবে HTML ল্যাংগুয়েজ ----------
১৫.২.১ ঃ HTML ট্যাগ (Tag) ----------
১৫.২.১.১ ঃ HTML ট্যাগ লেখার নিয়ম ----------
১৫.২.১.২ ঃ ওপেনিং ট্যাগ (Opening Tags) ----------
১৫.২.১.৩ ঃ ক্লোজিং ট্যাগ (Closing Tags) ----------
১৫.২.২ ঃ HTML অ্যাট্রিবিউট (Attributes) ও ভ্যালিউ (Value) ----------
১৫.২.২.১ ঃ অ্যাট্রিবিউট লেখার নিয়ম ----------
১৫.২.২.২ ঃ ভ্যালিউ সেট করার নিয়ম ----------
১৫.২.২.৩ ঃ HTML এর প্রধান অ্যাট্রিবিউট সমূহ ----------
১৫.২.২.৩.১ id : ----------
১৫.২.২.৩.২ class : ----------
১৫.২.২.৩.৩ title : ----------
১৫.২.২.৩.৪ style : ----------
১৫.২.৩ ঃ কনটেন্ট (Contents) ----------
১৫.২.৪ ঃ HTML এক্সটেনশন (Extension) ----------
১৫.২.৫ ঃ HTML এডিটর ----------

www.bookbd.info

১৫.২.৬ ঃ HTML ফাইল এর ব্যাসিক গঠন ----------
১৫.২.৭ ঃ HTML এ প্রথম প্রোগ্রাম লেখা ----------
১৫.২.৩ ঃ এইচটিএমএল কমেন্ট (Comments) ----------
১৫.২.৩.১ ঃ কমেন্ট (Comments) এর ব্যবহার ----------
১৫.৩.১ ঃ HTML ইলিমেন্ট (Elements) ----------
১৫.৩.১.১ ঃ ইলিমেন্ট এর গঠন ----------
১৫.৩.১.২ ঃ নেষ্টেড এইচটিএমএল ইলিমেন্ট (Nested HTML Elements) ----------
১৫.৩.১.৩ ঃ HTML এর প্রধান ইলিমেন্টসমূহ ----------
১৫.৩.১.৩.১ ঃ <html> Element ----------
৩.১.৩.২ ঃ <head> Element ----------
১৫.৩.১.৩.৩ ঃ <title> Element ----------
১৫.৩.১.৩.৪ ঃ <body> Element ----------
১৫.৩.১.৩.৪.১ ঃ <body> ইলিমেন্ট এ অ্যাট্রিবিউট এর ব্যবহার ----------
১৫.৩.১.৩.৪.১.২ ঃ background ----------
১৫.৩.১.৩.৪.১.৩ ঃ bgcolor ----------
১৫.৩.১.৩.৪.১.৪ ঃ link ----------
১৫.৩.১.৩.৪.১.৫ ঃ text ----------
১৫.৩.১.৩.৪.১.৬ ঃ vlink ----------
১৬.১ ইন্টারনেট এর ইতিহাস ----------
১৬.১.১ ইন্টারনেট এর শুর"টা ----------
১৬.১.২ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব-এর ইতিহাস ----------
১৬.১.২.১ কিভাবে কাজ করে? ----------
১৬.১.৩ ই-কমার্স কি? ----------
১৬.১.৩.১ কোথা থেকে শুর"----------
১৬.১.৪ ই-কমার্স বিজনেস কনসেপ্ট লিস্ট ----------
১৬.১.৫ কেন ই-কমার্স? ----------
১৬.১.৬ ইন্টারনেটে ব্যবসা ----------
১৬.১.৭ ই-কমার্স এর কিছু সুবিধা ----------
১৬.১.৮ জিওগ্রাফিকাল সুবিধা ----------
১৬.১.৯ কাস্টমার এক্সপ্যান্ড ----------
১৬.১.১০ ২৪ ঘন্টা চালু ----------
১৬.১.১১ মার্কেটিং খরচ কমায় ----------
১৬.১.১২ পেপার নির্ভরশীলতা কমায় ----------
১৬.১.১৩ ই-কমার্স কবু Drivers ----------
১৬.১.১৪ টেকনোলজিক্যাল ফ্যাক্টর ----------
১৬.১.১৫ পলিটিক্যাল ফ্যাক্টর ----------
১৬.১.১৬ সোস্যাল ফ্যাক্টর ----------

www.bookbd.info

১৬.১.১৭ ইকোনমিক ফ্যাক্টর ----------
১৬.১.১৮ ইন্টারনেট বিজনেস মডেল লিস্ট ----------
১৬.১.১৯ EDI ----------
১৬.১.২০ EDI এর মাধ্যমে অটো ট্রানজেকশন ----------
১৬.১.২১ ইন্টারনেট ----------
১৬.১.২২ ই-কমার্স এবং ভ্যালিউ চেইন ----------
১৬.১.২৩ ছোট্ট একটি কেইস স্টাডি ----------
১৬.২ ই-কমার্স বাস্ড়বায়ন এর এর ইস্যু সমূহ ----------
১৬.২.১ কস্ট (Cost) ----------
১৬.২.২ ভ্যালিউ (Value) ----------
১৬.২.৩ সিকিউরিটি (Security) ----------
১৬.২.৪ লেভারেজিং এক্সজিসটিং সিস্টেম (Leveraging Existing Systems) ----------
১৬.২.৫ ইন্টারপেরাবিলিটি (Interoperability) ----------
১৬.২.৬ লোকাল ই-কমার্স ইস্যু legal and regulatory frameworks ----------
১৬.২.৭ গে-াবাল ই-কমার্স/কালচারাল মার্কেটিং ইস্যূ, কনর্সান এবং কিছু সমাধান ----------
১৬.২.৭.১ গে-াবালাইজেশন এর ভাবনা ----------
১৬.২.৭.২ গে-াবালাইজেশন নিয়ে কোম্পানিগুলো চিন্ড়িত কেন? ----------
১৬.২.৮ বিশ্বের টপ ই-কমার্স ব্যবহারকারী দেশসমূহ ----------
১৬.২.৯ সব ব্যবসা কি গোবাল হতে পারে? ----------
১৬.২.১০ ই-কমার্স এর কিছু গোবাল বাধাসমূহ ----------
১৬.৩.১ কিভাবে ই-কমার্স এ কাজ করবেন? ----------
১৬.৩.২ ট্রাডিশনাল বাণিজ্য এবং ই-কমার্স বাণিজ্য এর পার্থক্য ----------
১৬.৩.৩ ট্র্যাডিশনাল বাণিজ্য এবং ই-কমার্স বাণিজ্য এর কিছু পার্থক্য সমুহ ----------
১৬.৩.৪ ই-কমার্স টেকনোলজি ----------
১৬.৩.৫ ইকোনোমিক পটেনশিয়াল অফ ই-কমার্স (Economic Potential of E-Commerce) --------
১৬.৩.৬ ই-কমার্স এবং রিটেইল ইন্ডাস্ট্রিজ ----------
১৬.৩.৭ ই-কমার্স এবং মার্কেটিং ----------
১৬.৩.৮ ই-কমার্স এর কিছু তথ্য সমুহ ----------
১৬.৩.৯ ই-কমার্সকে কার্যকর করা ----------
১৬.৩.১০ ব্যানার অ্যাড এর মাধ্যমে ----------
১৬.৩.১১ অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম ----------
১৬.৩.১২ অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্ক ----------
১৬.৩.১৩ সার্চ ইঞ্জিন র‍্যাঙ্কিং ----------
১৬.৩.১৪ ভিজুয়্যাল ডিজাইন ----------
১৬.৩.১৫ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ----------
১৬.৪.১ ই-কমার্স এর বিজনেস টাইপ ----------
১৬.৪.১.১ বিজনেস টু বিজনেস (B2B) ----------
১৬.৪.১.২ বিজনেস টু কনজুমার (B2C) ----------

www.bookbd.info

১৬.৪.১.৩ কনজুমার টু জিনেস (C2B) ----------
১৬.৪.১.৪ কনজুমার টু কনজুমার (C2C) ----------
১৬.৪.১.৫ Government to Government (G2G) মডেল ----------
১৬.৪.১.৬ Government-to-Consumer (G2C) মডেল ----------
১৬.৪.১.৭ Government-to-Business (G2B) মডেল ----------
১৬.৪.২ ই-বিজনেস ----------
১৬.৪.৩ ই-বিজনেস অ্যান্ড Internet ----------
১৬.৪.৪ ই-বিজনেস অ্যান্ড এক্সটারনেট ----------
১৬.৪.৫ ই-বিজনেস অ্যান্ড ইন্টারনেট ----------
১৬.৪.৬ ই-বিজনেস মডেল ----------
১৬.৪.৬.১ ষ্টোরফ্রন্ট মডেল (Storefront model) ----------
১৬.৪.৬.২ শপিং কার্ট টেকনোলজি ----------
১৬.৪.৬.৩ অনলাইন শপিং মল ----------
১৬.৪.৬.৪ অকশন মডেল (Auction Model) ----------
১৬.৪.৬.৫ Ebaytm কেইস স্টাডি ----------
১৬.৪.৬.৬ পোর্টাল মডেল (Portal Model) ----------
১৬.৪.৬.৭ Yahoo কেইস স্টাডি ----------
১৬.৪.৬.৮ ভার্টিক্যাল পোর্টাল এবং কমিউনিটি সাইটস ----------
১৬.৪.৬.৯ ডাইনামিক প্রাইসিং মডেল ----------
১৬.৫.১ সুবিধা (Advantages) ----------
১৬.৫.২ জিওগ্রাফিক্যাল বাধা অতিক্রম ----------
১৬.৫.৩ কম খরচ ----------
১৬.৫.৪ মার্কেটিং এবং অ্যাডভার্টাইজিং ----------
১৬.৫.৫ পেলাকবল ----------
১৬.৫.৬ বিল্ডিং ----------
১৬.৫.৭ দ্রুত প্রোডাক্ট পাওয়া ----------
১৬.৫.৮ কম্প্যারিজন শপিং ----------
১৬.৫.৯ কুপন, বার্গেনিং এবং গ্রুপ বায়িং ----------
১৬.৫.১০ অ্যাকচুয়্যাল ইনফরমেশন ----------
১৬.৫.১১ টার্গেট কমিউনিকেশন ----------
১৬.৫.১২ ২৪ ঘন্টা খোলা ----------
১৬.৫.১৩ সুন্দর প্রোডাক্ট ----------
১৬.৫.১৪ সামাজিক সুবিধা ----------
১৬.৫.২ অসুবিধা (Disadvantages)----------
১৬.৫.২.১ ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভাব ----------
১৬.৫.২.২ সময় ব্যয় ----------
১৬.৫.২.৩ প্রোডাক্ট না পাওয়া ----------
১৬.৫.২.৪ যাচাই বাছাই করা ----------

www.bookbd.info

১৬.৫.২.৫ যে কেউ ই-কমার্স সেট আপ করতে পারে ----------
১৬.৫.২.৬ সিকিউরিটি ----------
১৬.৫.২.৭ প্রাইভেসি ----------
১৬.৫.২.৮ সব জায়গায় ই-কমার্স সাকসেস না হওয়া এবং এর কিছু কারন সমুহ ----------

www.bookbd.info

অধ্যায়-১ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ----------
১.১ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কী? ----------
১.২ কেন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করবেন? ----------
১.৩ বিভিন্ন প্রকার অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ----------
১.৪ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটপ্লেস সমূহ ----------
১.৫ কিভাবে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শুরু করবেন? ----------
১.৬ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর জন্য কি কি দক্ষতা থাকতে হবে? ----------
১.৭ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার হবার সুবিধা ----------
১.৮ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার ----------

১.১ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কী?

বিশ্বের সব ধরনের ব্যবসায়ীরাই চায় তাদের ব্যবসাকে আরো এগিয়ে নিতে, আরো প্রসার করতে ইন্টারনেটের ব্যবসায়ীদেরও এর ব্যতিক্রম হতে দেখা যায় না। তবে ব্যবসাতো আর এমনিতেই প্রসারিত হয় না। একে বিভিন্ন উপায়ে প্রসারিত করতে হয়। এই উপায় গুলোর মধ্যে এফিলিয়েট মার্কেটিং প্রধান। আমরা সকলেই জানি যে অনলাইনে অনেক ধরনের ফিজিক্যাল এবং ডিজিটাল প্রোডাক্ট কেনা বেচা হয়। এখন এই ইন্ডাস্ট্রি গুলো থেকে যদি আপনি আপনার রেফার এর মাধ্যমে কোন প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারেন তাহলে সেই কোম্পানি আপনাকে আপনার সেলের উপর একটা কমিশন দিবে।

চিত্র ১.১.১ (অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং)

bookbd.info

আবার মনে করুন অপনি একটি সাইটে রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এখন আপনার রেফারেন্স ব্যবহার করে যদি অন্য কেই ঐ সাইটে রেজিস্ট্রেশন করে এবং এর বিনিময়ে আপনি যদি কোনভাবে লাভবান হন তবে একে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং বলে। অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শুধু রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমেই না আরো অনেক উপায়ে আছে। যেমন- কোন পণ্য বা সেবা বিক্রির মাধ্যমে, ডাউনলোডের মাধ্যমে ইত্যাদি। এফিলিয়েট মার্কেটিং আয়ের একটি ভালো উৎস হতে পারে। মনোযোগ দিয়ে যদি অ্যাফিলিয়েট মার্কেট করেন তাহলে এর মাধ্যমে আপনি প্রচুর অর্থ আয় করতে পারেন।

১.২ কেন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করবেন?

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর বড় একটা সুবিধা হল যে আপনি অ্যাকটিভ না থাকলেও আপনার ইনকাম বন্ধ থাকবে না। আর তাছাড়া এখানে ইনকাম করার জন্য আপনাকে দিন এর পর দিন বিড করে যেতে হবে না এবং আপনি ভাল ইংরেজী না জানলেও চলবে। এটা সম্পূর্ণ আপনার উপর নির্ভর করবে। এখানে আপনার ইনকাম এর কোন লিমিটেশন ও নেই। আপনি যত বেশি কাজ করবেন তত বেশি ইনকাম হবে।

১.৩ বিভিন্ন প্রকার অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং

১। পণ্য বিক্রির মাধ্যমে ঃ

কিছু কিছু ই-কমার্স সাইট আছে যারা শুধুমাত্র অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং-এর মাধ্যমেই তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং-এর চেয়ে এই পদ্ধতিতে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সবচেয়ে লাভজনক। আপনি যদি কোন ই-কমার্স সাইটের কোন পণ্য বা সেবা বিক্রি করে দিতে পারেন তবে ঐ পণ্য বা সেবার বিক্রিত অর্থ থেকে কিছু অংশ আপনিও পাবেন। পণ্যের দামের উপর ভিত্তি করে আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে। অর্থাৎ দামি কোন জিনিস বিক্রি করতে পারলে আপনার লাভও বেশি হবে।

২। রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে ঃ

ইন্টারনেটে হাজারো সাইট রয়েছে যারা ইউজার রেজিস্ট্রেশন এর জন্য অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ আপনি সাইটে রেজিস্ট্রেশন করার পর আপনাকে একটি রেফারেল লিঙ্ক দেয়া হবে। ঐ লিঙ্কটির মাধ্যমে যদি কোন ইউজার ঐ সাইটে রেজিস্ট্রেশন করে তবে আপনি প্রতিটি ইউজার রেজিস্ট্রেশন এর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাবেন।

৩। ডাউনলোড এর মাধ্যমে ঃ

এমন কিছু ওয়েবসাইট রয়েছে যাদের সার্ভার থেকে কোন ফাইল ডাউনলোড করলে প্রতিটি ডাউনলোড এর জন্য অর্থ প্রদান করা হয়। ব্যাপারটা আরেকটু বুঝিয়ে বলি মনে করুন abc.com নামে একটি ফাইল শেয়ারিং সাইট রয়েছে। এখন আপনি abc.com এ রেজিস্ট্রেশন করে তাতে একটি ফাইল আপলোড করে রাখলেন। এরপর এই ফাইলটি যতবার ডাউনলোড হবে আপনি প্রতিবারই ডাউনলোড এর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাবেন।

www.bookbd.info

১.৪ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটপ্লেস সমূহ

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করার জন্য অনেক সাইট আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাইট গুলো হল:

চিত্র ১.৪.১ (অ্যাফিলিয়েট মার্কেটপ্লেস সমূহ)

পণ্য বিক্রির মাধ্যমে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ঃ

www.amazon.com এ সাইটটিতে রয়েছে আয়ের এক বিশাল সুযোগ। এখানে আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং-এর জন্য বিভিন্ন ধরনের পণ্য পাবেন যেগুলো বিক্রির জন্য আপনি পণ্যটির মূল্য অনুযায়ী ৪% থেকে ১০% পর্যন্ত কমিশন পেতে পারেন।

www.clickbank.com এই সাইটটি ডিজিটাল প্রোডাক্ট এর জন্য বিখ্যাত। এই সাইট থেকে আপনি ডিজিটাল প্রোডাক্ট প্রমোট করতে পারেন। এখানে আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর মাধ্যমে ভাল আয় করতে পারেন।

www.clicksure.com এই সাইট টির মাধ্যমে আপনি ভাল ইনকাম করতে পারেন। এই সাইটের কোন প্রোডাক্ট সেল করতে পারলে আপনার কমিশন হবে ২০০ ডলার থেকে ৩০০ ডলার। তবে এখানে সমস্যা হল একটা প্রোডাক্ট একবারই সেল করতে পারবেন।

www.jvzoo.com এই সাইট এ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করার জন্য সব চেয়ে মজার বিষয় হল এখান থেকে কোন প্রোডাক্ট সেল হলে সেই কমিশন সাথে সাথে আপনার থার্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ Paypal এ জমা হবে।

www.ebay.com এ সাইটটিও amazon এর মতোই একটি সাইট। এখানে আপনি প্রোডাক্ট প্রমোট - এর জন্য বিভিন্ন ধরনের পণ্য পাবেন যেগুলো বিক্রির জন্য আপনি পণ্যটির মূল্য অনুযায়ী অর্থ পাবেন।

রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ঃ

www.payza.com এখানে প্রতিটি ইউজার রেজিস্ট্রেশন করানোর মাধ্যমে আপনি ০.৫ ডলার থেকে সর্বোচ্চ ১০ ডলার পেতে পারেন।

www.bookbo...

www.bravenet.com এখানে আপনার লিংক ধরে কেউ সাইনআপ করে তাদের যে কোন একটি টুল ব্যাবহার করলেই প্রতি ইউজার সাইনআপ এর জন্য দেয়া হবে ১ ডলার।

www.chitika.com এই বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠনের সাইটে আপনার লিংক থেকে কেউ সাইন আপ করলে তার ব্লগ বা ওয়েবের আয়ের ২৫ শতাংশ আপনিও পাবেন।

এছারা প্রতিটি পি.টি.সি সাইটে এফিলিয়েট মার্কেটিং-এর ব্যবস্থা থাকে। আপনার রেফারেল লিংক ব্যবহার করে কেও যদি তাদের সাইটে রেজিস্ট্রেশন করে তাহলে তার প্রতিটি ক্লিকের জন্য আপনিও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাবেন।

ডাউনলোড এর মাধ্যমে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ঃ

www.ziddu.com এ সাইটে আপনি পাবেন ০.০০১ ডলার। আপনার একাউন্টে ১০ ডলার হলে আপনি সেই অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন।

www.hotfile.com এ সাইটে আপনি পাবেন ০.০০১ ডলার। আপনার একাউন্টে ১০ ডলার হলে আপনি সেই অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। তবে হটফাইলে যে সমস্যাটি আছে তা হল ডাউনলোড কাউন্ট হয় শুধু ৪৮টি দেশ থেকে। তবে ঐ দেশগুলোর ট্রাফিক পেলে সাফল্য পেতে পারেন।

১.৫ কিভাবে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শুরু করবেন?

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শুরু করার জন্য আপনার মাঝে চারটি বিষয় থাকতে হবে সেগুলো হল:

1. Strategy
2. Time
3. Effort
4. Money

এই চারটা বিষয় আপনার মাঝে থাকলে আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শুরু করতে পারেন। প্রথমত আপনাকে কাজের বিষয়ে কৌশলী হতে হবে। দিত্বীয়ত কাজ করার জন্য আপনার যথেষ্ট সময় থাকতে হবে কারণ এটি একটি দীর্ঘ সময়ে বিজনেস তাই আপনাকে সময় ব্যয় করতেই হবে নতুবা আপনি সাকসেস হতে পারবেন না। তৃতীয়ত আপনার সাকসেস হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে কারণ এটি একটি কম্পেটেটিভ বিজনেস। সব শেষে আপনার যেটা দরকার সেটি হল টাকা। এখানে আপনার বিভিন্ন কাজে টাকা ব্যয় করা লাগতে পারে আপনার বিজনেস সঠিক ভাবে চালানোর জন্য।

১.৬ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর জন্য কি কি দক্ষতা থাকতে হবে?

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শুরু করার জন্য আপনার খুব বেশি যোগ্যতার প্রয়োজন হবে না। আপনি যদি মনে করেন নিচের চারটি গুণই আপনার মধ্যে আছে তাহলেই কেবল আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করার জন্য সমর্থ হবেন।

www.bookbd.info

গুণ চারটি হলো:

১. বিশ্বাস
২. ধৈর্যশীলতা
৩. সততা
৪. আত্মবিশ্বাস

১.৭ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার হবার সুবিধা

১. যে কোন পণ্য বিক্রয়: অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার তার ইচ্ছা অনুযায়ী পণ্য নির্বাচন করতে পারেন এবং তা বিক্রয় করতে পারেন। তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে সে এই পণ্য বা ঐ পণ্য তাকে বাজার জাত করতে হবে। সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন পণ্য প্রোমোট করতে পারবে।

২. ব্যক্তি স্বাধীনতা: এই ধরনের কাজে রয়েছে সম্পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা। একজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার তার ইচ্ছা অনুযায়ী যখন খুশি তখন কাজ করতে পারেন। আমাদের প্রচলিত চাকরি ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকেই না। সব সময় প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

৩. ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আয়: এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে আপনি ঘুমিয়ে থাকলেও আয় হতে থাকবে। কেননা আপনার রেফারাল লিংক ধরে যে যখনই কোন পণ্য ক্রয় করবে তখনই আপনি আপনার কমিশন পাবেন।

৪. কোন অর্ডার প্রসেস করতে হয় না: আপনি প্রোডাক্ট বিক্রি করে কমিশন পাবেন। কিন্তু এই জন্য আপনাকে কোন রকম অর্ডার প্রসেস এর ঝামেলায় যেতে হবে না।

৫. বিশ্বব্যাপি বাজার সুবিধা: অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর জন্য সব চেয়ে বড় সুবিধা হল আপনি আপনার পন্য বিশ্বের যে কোন দেশে প্রোমোট করতে পারেন।

৬. ঘরে বসে কাজ পরিচালনা: এই কাজের আরও একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা হল ঘরে বসেই আপনি আপনার কার্য পরিচালনা করতে পারবেন।

৭. অধিক আয়ের সুবিধা: অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এ রয়েছে অনেক বেশি আয়ের সুবিধা। এখানে আপনি যত বেশি পরিশ্রম করবেন তত বেশি ইনকাম করতে পারবেন।

www.bookbd.info

১.৮ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার

রিফাত আহমেদ
ইন্টারনেট মার্কেটার,
প্রতিষ্ঠাতা, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারস বিডি (affiliatemarketersbd.com),
পাইওনিয়ার, বাংলাদেশ ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর।

কিভাবে শুরু করবো? আজ এই ব্যাপার টা বিস্তারিত আলোচনা করবো। যে কোন কাজ ই সঠিক ভাবে শুরু করতে না পারলে ভালো করা যায় না। অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এ কিভাবে কাজ শুরু করবেন, আপনার কি কি যোগ্যতা লাগবে, কোথা থেকে শুরু করবেন এই সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো, সুতরাং আর্টিকেলটা একটু বড় হবে, সুযোগ থাকলে, এক কাপ কফি নিয়ে আসেন, আয়েশ করে কফি খেতে খেতে ভালো ভাবে পড়তে পারবেন।

www.bokbd.info

ডিজিটাল মার্কেটিং, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ও ইন্টারনেট মার্কেটিং কি?

আমরা মার্কেটিং কি কম বেশি সবাই জানি। মার্কেটিং হচ্ছে বসুন্ধরা সিটি যেয়ে গার্লফ্রেন্ড এর জন্য ঈদ এ নতুন জামা ও জুতা কেনা। তাই না? আসলে কিন্তু না আসলে মার্কেটিং হচ্ছে যে কোন পণ্য অথবা সার্ভিস এর প্রমোশন করা, প্রচার করা ও ওই পণ্য এর ক্রেতা তৈরি করা। এই মার্কেটিং আপনি যখন অনলাইন এ করবেন সেটা হবে "ডিজিটাল মার্কেটিং"। আপনি যখন আপনার এই "ডিজিটাল মার্কেটিং" স্কিল টা নিজের কোন প্রডাক্ট অথবা সার্ভিস এর বিক্রয় ও প্রমোশন এর জন্য ব্যাবহার করবেন, তখন সেটা হবে ইন্টারনেট মার্কেটিং। আর আপনি যখন আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং স্কিল টা ব্যাবহার করে অন্য কারও প্রডাক্ট অথবা সার্ভিস কমিশন ভিত্তিক প্রমোশন করবেন সেটা হবে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কি আপনার জন্য?

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আপনার জন্য ভালো একটি ক্যারিয়ার হবে কিনা তা এখনি জানা যাবে। আমি নিচে কিছু লিখবো, সব গুলো যদি আপনার সাথে মিলে যায়, তাহলে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আপনার জন্য। একটিও যদি না মিলে, যত দিন আপনি ওই জিনিস টি মিলাতে না পারবেন, ভালো মার্কেটার হতে ওই একটি বাঁধা আপনার রয়ে যাবে।

- আমার কম্পিউটার টি আমার মন মত, এই কম্পিউটার এ আমি কাজ করে আনন্দ পাই।
- আমার ইন্টারনেট লাইন টি আনলিমিটেড আর আমি সহজেই ইউটিউব এ আটকানো ছাড়া ভিডিও দেখতে পারি।
- আমার একটি প্রিন্টার আছে
- আমার একটি আলাদা কাজ এর জায়গা আছে, আর কাজের সময় আমাকে কেও ডিস্টার্ব করে না।
- আমি স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করি, আর স্বপ্ন সত্যি করার জন্য আমি নিরলস পরিশ্রম করতে রাজি।
- আমার ইংরেজি খুব ই ভালো, আমি যা শুনী সহজেই বুঝি, আর আমি কোন সমস্যা ছাড়া ইংরেজি লিখতে পারি।

www.bookd.info

- নতুন বিষয়ে পড়াশোনা করতে, গবেষণা করতে আমার ভালো লাগে।
- খুব সূক্ষ্ম ভুলও আমার চোখ এড়ায় না, যা করি একদম ভালো মত করি।
- বন্ধু, আড্ডা, খেলা, বেরানো সব কিছুর চাইতে বেশি আমি আমার ক্যারিয়ার কে মূল্য দেই।
- আমি কখনই হার মানি না, একটি কাজ শুরু করলে সেইটা শেষ করেই ছাড়ি।
- আমি প্রতিদিন অন্তত ৩ ঘণ্টা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এ কাজ করতে পারব।
- আমার হাতে ২০-২৫ হাজার টাকা আছে, যেটা শিখার সময় লস হলে কোন অসুবিধা নাই।
- অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এ এখনি কামাই করার চাইতে, শিখা টা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- মানুষ এর মন মানসিকতা ও চিন্তাধারা (Customer Phycology) সম্পর্ক জানতে ভালো লাগে।
- যেকোনো কিছু সম্পর্কে আমি বিস্তারিত তথ্য খুঁজে বের করতে পারি গুগল থেকে।
- আমার মধ্যে লোভ খুব একটা কাজ করে না। তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়াতে আমি বিশ্বাসী না।
- আমি জানি আমি পারব, আমি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী, সামনে বছর এই সময় আমি একজন সফল মার্কেটার হয়ে দেখাব।

সবগুলো যদি আপনার সাথে মিলে যায় তাহলে, শুভেচ্ছা রইল আপনার জন্য, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এ সফল আপনি হবেন ই, ইনশাল্লাহ।

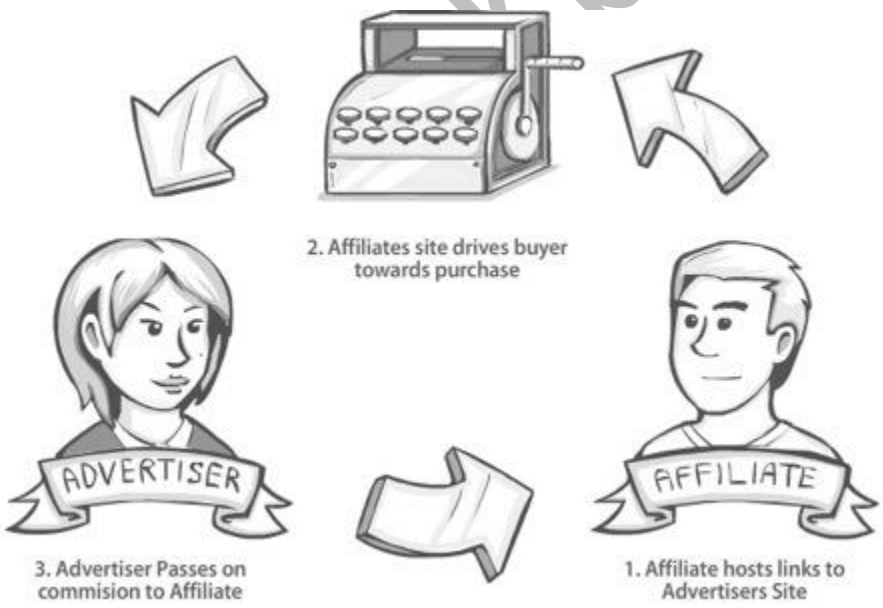

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শুরু করার আগে আপনার ৩ টি টপিক জানা লাগবে -

১। নিস কিঃ নিস কে সহজ ভাষায় বলা যায় "ইন্ডাস্ট্রি"। মার্কেট এ গেলে যেমন দেখা যায় কাপড় এর দোকান, খাওয়ার দোকান, জিম, বিউটি পার্লার ইত্যাদি। আপনি জানেন ইন্টারনেট এও রয়েছে ফুড এর ওয়েবসাইট, ড্রেস এর ওয়েবসাইট, বিভিন্ন বিউটি প্রডাক্ট ইত্যাদি। এখন খাওয়ার দোকান যেমন হচ্ছে "ফুড ইন্ডাস্ট্রি" এর মধ্যে, একইরকম "ফুড এর ওয়েবসাইট" হচ্ছে "ফুড নিস" এ। অফলাইন এ ইন্ডাস্ট্রি আর অনলাইন এর ভাষায়

“নিস”। নিশ কে ইন্টারনেট এর বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও প্রডাক্ট এর ক্যাটাগরি ও বলা চলে। যেমনঃ “Career & Jobs” এই ক্যাটাগরি তে পরবে যত রকম জব ও ক্যারিডভর ভিত্তিক ওয়েবসাইট, প্রডাক্ট, সার্ভিস। আপনি যদি কোন ক্যারিয়ার রিলেটেড প্রডাক্ট নিয়ে কাজ করতে চান, উধাহারন সরূপ বলা যায় oDesk যদি প্রমোট করেন, তাহলে আপনার নিশ হচ্ছে “Career & Jobs”. উল্লেখ্য অনেকেই হয়তো ভাববেন, oDesk হবে Freelancing ক্যাটাগরি / নিস এ। হা এইটা সত্য, Upwork আসলেই “Freelancing/Outsorcing” নিস এ, কিন্তু একই সাথে আবার “Career & Jobs” এও। একটু পেঁচানো মনে হচ্ছে? হওয়াটাই স্বাভাবিক। নিস এর মধ্যে একটি জিনিষ আছে সেটা হচ্ছে “সাব নিস”। এখানে oDesk যদি প্রডাক্ট হয় তাহলে এটির নিস হবে Career & Jobs > Freelancing/Outsourcing. অর্থাৎ প্রধান নিস হচ্ছে “Career & Jobs” আর সাব নিস হচ্ছে “Freelancing/Outsourcing”। আরও কিছু উধাহারন দেয়া যায় যেমন Food & Cooking > Recipies অথবা Sports > Football > Shoes। আপনি একটি প্রধান নিস এর যত ভিতরে যাবেন (সাব নিস) আপনার জন্য তত সহজ হবে কাজ শুরু করা।

২। কিভাবে ও কোথায় আপনার পছন্দের নিস থেকে ভালো মানের কমিশন ভিত্তিক প্রডাক্ট পাবেন প্রমোশন এর জন্যঃ বিভিন্ন মার্কেটপ্লেস রয়েছে যেখানে আপনি আপনার পছন্দ মত প্রোডাক্ট পাবেন আপনার পছন্দের নিশ এ। আপনি একটু গুগল এ সার্চ করলেই অন্তত ৫০টি ভালো মানের অ্যাফিলিয়েট মার্কেটপ্লেস পাবেন। তবে শুরু করার জন্য সবচাইতে ভালো হচ্ছে ClickBank.com, বাংলাদেশ থেকে কিভাবে ক্লিকব্যাংক এ কাজ করবেন এইটা এই ভিডিও টি দেখলে শিখতে পারবেন। এছাড়া আপনি শুরু করতে পারেন Jvzoo এ, অথবা LinkShare এ। মার্কেটপ্লেস এ একাউন্ট ওপেন করা, কাজ শুরু করা কোন ব্যাপার ই না YouTube এ খুঁজলেই অনেক ভিডিও পাবেন। আর আপনি যদি ClickSure এ কাজ শুরু করতে চান, তাও করতে পারেন, তবে আমার মতে শুরু করার জন্য সবচাইতে ভালো হচ্ছে ClickBank. আপনি এই মার্কেটপ্লেস গুলোতে আপনার মন মত প্রোডাক্ট পাবেন।

৩। কিভাবে সেই প্রডাক্ট টি অনলাইন এ মার্কেটিং করে কমিশন আয় করবেনঃ এই ছোট্ট প্রশ্ন টির সঠিক উত্তর আমি আজ ৭ বছর ধরে শিখছি, এখনও মনে হয় কিছুই শিখতে পারিনি। আমি আপনাদের খুব সহজ ভাষায় বলব আর কিছু আইডিয়া দিবো যেন আপনি গুগল ও youtube থেকে নিজ গুনে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারেন। পণ্য টি আপনি ২ ভাবে মার্কেট করতে পারেন। এক হচ্ছে ডিরেক্ট মার্কেটিং, অর্থাৎ সরাসরি কাস্টমার দের প্রোডাক্ট এর সেলস পেইজ এ পাঠিয়ে দিয়ে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে একটি সেলস ফানেল করে কাস্টমার দের কন্টাক্ট ইনফো নিয়ে, ওদের প্রোডাক্ট এর গুণাগুণ সম্পর্কে জানিয়ে এর পর প্রোডাক্ট এর সেলস পেইজ এ পাঠিয়ে। ২ টি মেথড ই আমি একটু পরে আলোচনা করবো, তবে যে মেথড এই কাজ করেন্ আপনার তিনটি জিনিষ জানা লাগবে তা হল ১। কাস্টমার চেনা (Traffic Targetting) ২। তাদের প্রোডাক্ট পেইজ এ নিয়ে আশা (Drive Traffic) ৩। কনভারসন টেকনিক।

www.bookbd.info

আর বলা বাহুল্য বেশিরভাগ সফল মার্কেটার সেলস ফানেল এর মাধ্যমে মার্কেটিং এ কাজ করে, আর আমি চাই আপনিও সেলস ফানেল করে কাজ করেন, তবে এর জন্য আপনার জানতে হবে সেলস ফানেল কি ও কিভাবে তৈরি করবেন, যেটা একটু পরেই আমরা আলোচনা করবো।

কিভাবে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এ কাজ শুরু করবেন?

আপনি যদি ডিরেক্ট মার্কেটিং করতে চান, যেটা শর্টকাট অথবা যদি এমন ভাবেন আগে একটু চেষ্টা করে দেখি যদি কিছু নগদ "নারায়ণ" আসে তাহলে ভালো ভাবে শুরু করবো, তাহলে কিভাবে শুরু করবেন বলার খুব একটা কিছু নাই। একটি প্রোডাক্ট সিলেক্ট করেন, আর এর পরট্রাফিক সেন্ড করেন সেই প্রোডাক্ট পেইজ এ। আর যদি সত্যিকার মার্কেটার এর মত কাজ করতে চান, ক্যারিয়ার করতে চান, তাহলে অবশ্যই সেলস ফানেল করে কাজ করেন। কিভাবে ও কোথা থেকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এ কাজ শুরু করবেন এর জন্য আমি নিচে স্টেপ বাই স্টেপ নোট করে দিচ্ছি -

১। প্রস্তুতিঃ যদি সফল হতে চান তাহলে প্রথমেই নিজের সাথে কমিটমেন্ট করতে হবে "যে কোন মূল্যে সফল হবোই"। সাধারণ মানুষ এর চাইতে কমিটেড মানুষ দের সাফল্য অনেক গুন বেশি। আর এই কমিটমেন্ট টি করতে হবে একদম মন থেকে, আপনাকে আপনি বলবেন যে কোন মূল্যে আমি সফল হবোই। কমিটমেন্ট করার পর একটি প্লান করবেন কবে থেকে কাজ শুরু করবেন, কত টাকা আপনার ইনভেস্টমেন্ট, দিনে কত ঘণ্টা কাজ করবেন, কত ঘণ্টা কাজ শিখার জন্য দিবেন, কি কি ওয়েবসাইট ফলো করবেন ইত্যাদি। কাজ সম্পর্কিত সকল কিছু একটি প্লান এর মধ্যে নিয়ে আসবেন, মনে মনে রাখলে পরে ভুলে যাবেন, তাই সব কিছু প্রথমেই প্লান আকারে নোট করে নিবেন।

২। নিস সিলেকশনঃ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নিস সিলেকশন। আপনি যদি আপনার জন্য পারফেক্ট নিস সিলেক্ট না করতে পারেন, তাহলে সফলতার হার কাজ শুরু করার আগেই কমে যাবে! আমরা অনেকেই নিস

সিলেকশন এর জন্য সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেই Keyword Research, Market Analysis ইত্যাদি জটিল সব বিষয় কে আর সহজ একটি জিনিশ ভুলে যাই "আমার কি ভাল লাগে"। যে কোন কাজ এ সফল হওয়ার জন্য প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়, আর যদি আপনার টপিক টি আপনার পছন্দের না হয় তাহলে এর উপর প্রচুর পড়াশোনা করা প্রায় অসম্ভব। নিস সিলেকশন এর জন্য আমার বেক্তিগত মতামত হচ্ছে মার্কেট রিসার্চ, কম্পিটিশন, কীওয়ার্ড ইত্যাদি বিষয় এর চাইতে বেশি গুরুত্ব দেয়া লাগবে আপনার কি ভাল লাগে, আপনি কি পারেন, আপনার দক্ষতা কোথায় তার উপর। উদাহারন আপনি হয়ত একজন ওয়েব ডিজাইনার, আপনার নেশা, পেষা, ভালবাসা সব কোডিং আর ডিজাইনিং ঘিরে কিন্তু সাইড ইনকাম এর আসায় অ্যাফিলিয়েট এ কাজ করার চেষ্টা করছেন "Make Money" তে !! আপনার উচিত আপনার কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপনার ভাল লাগে এমন নিস সিলেক্ট করতে উদাহারন আপনার ওয়েব ডিজাইনার হলে আপনার জন্য ভাল হবে থিম / প্লাগিন এর অ্যাফিলিয়েট করলে। সুতরাং আপনার পছন্দ মত একটি নিস সিলেক্ট করে ফেলেন, যদি হেল্প লাগে এ বেপারে কমেন্ট এ জানাতে পারেন আপনার কি ভাল লাগে, কি কাজ করেন আপনি আমি সাজেশন দিয়ে দিবো।

৩। নিস অথরিটিঃ সবাই ক্লিক পায় আর কিছু মানুষ সেল পায় এর কারন টা এইটা আমরা বেশিরভাগ ই যে কোন একটা নিস সিলেক্ট করে "ক্লিক আনার" যুদ্ধে নেমে পরি! আপনার মার্কেট থেকে সেল নিতে হলে ওই মার্কেট এ আপনার অথরিটি থাকা লাগবে, আপনার ওই নিস সম্পর্কে দক্ষতা লাগবে, আর এই দক্ষতাই আপনাকে হেল্প করবে ভাল মানের কন্টেন্ট বানাতে, এড লিখতে, ল্যান্ডিং পেইজ বানাতে, ফলোআপ করতে। নিস সিলেক্ট করার পর অন্তত ১৪ দিন (২ সপ্তাহ) সময় দিন নিস অথরিটি পাওয়ার জন্য। কিভাবে পাবেন বলছি যদি আপনার নিস হয় "Weight Loss" তাহলে আপনি প্রথমেই খুঁজে বের করবেন এর উপর ভাল মানের ৫-৬ টা ব্লগ, ভাল মানের আর্টিকেল গুল সব প্রিন্ট করে ফেলবেন এর পর পরীক্ষার সময় যেভাবে পড়ে নোট নিতেন ঠিক সেইভাবে আর্টিকেল গুল পরবেন, যা যা ভাল লাগবে নোট নিবেন। মার্কেট এ ভাল মানের কি কি প্রোডাক্ট আছে সব গুলোর সম্পূর্ণ সেলস ভিডিও দেখবেন, রিভিও পরবেন, ব্লগ / ভিডিও তে কমেন্ট গুলো পরবেন। সব মিলিয়ে আপনার ভাল ধারনা হবে, মার্কেট এ কি রকম প্রোডাক্ট আছে, মানুষ কি রকম প্রোডাক্ট চায়, তাদের কি সমস্যা, আর কোন প্রোডাক্ট এর কোন গুণাবলি সেই সমস্যা সমাধান এ কাজে দিবে। এছাড়াও আপনি যখন আপনার নিস সম্পর্কে জানবেন আপনার নিজের মধ্যে ভাল কনফিডেন্স কাজ করবে, প্রত্যেকটি কাজ সাবলীল ভাবে করতে পারবেন। অন্তত ২ সপ্তাহ ভাল ভাবে নিস সম্পর্কে পড়াশোনা করার পর আপনি এর পর এর ধাপ এ কাজ করবেন। আর কাজ শুরু করার পর প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট সময় দিবেন নিস এ নতুন কিছু শিখার জন্য। ভাল হয় যখনি ভালো কোন ভালো আর্টিকেল দেখবেন সাথে সাথে প্রিন্ট করে রাখবেন, আর প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে পরবেন। আপনি আমার এই কথাটি সিরিয়াস নেন আর না নেন, কিন্তু এইটাই সত্যি আপনি যদি আপনার নিস সম্পর্কে ভালো ভাবে না জানেন তাহলে আপনি ভালো করতে পারবেন না, আর আপনি যদি প্রতিদিন আপনার নিস সম্পর্কে নতুন নতুন জিনিস না শিখেন তাহলে আপনার আয় বাড়বে না। আর একটা কাজ করবেন যখন ভালো আর্টিকেল দেখেবন, ভালো কোন এড দেখবেন যা যা ভালো লাগে নোট করে রাখবেন পড়ে আপনার কাজে লাগবে। একটা বেপার মাথায় রাখেবন আপনি যত কম কম্পিটিশন এর ই নিস বের করেন না কেন আপনি যদি না জানেন সেখানে ভালো করার সুযোগ নাই, আর আপনি যেই নিস ভালো জানেন সেখানে যতই কম্পিটিশন থাক আপনার ভালো করার সুযোগ আছে।

www.bookbd.info

৪। মার্কেট সিলেকশনঃ নিস সিলেক্ট করার পর সিলেক্ট করবেন মার্কেটপ্লেস। একসাথে অনেক গুলো মার্কেট এ কাজ করার চাইতে যে কোন একটায় কাজ শুরু করা ভালো। এতে আপনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। অনেক গুলো মার্কেটপ্লেস আছে তবে শুরু করার জন্য ভালো হচ্ছে ClickBank.com অথবা Jvzoo.com. এছাড়া অন্য কিছু মার্কেটপ্লেস হচ্ছে ClickSure.com, ClickBetter.com, PayDot.com, VIPAffiliates.com, TwistDigital.com, LinkShare.com, Cj.com, Payspree.com ইত্যাদি। যেই মার্কেট এ কাজ করবেন সেই মার্কেটপ্লেস এর অফিসিয়াল YouTube চ্যানেল এ অনেক টিপস / how to ভিডিও পাবেন ওগুলো দেখে নিলে অনেক উপকার পাবেন।

৫। প্রোডাক্ট সিলেকশনঃ মার্কেটপ্লেস ঠিক করার পর আপনি মার্কেট এর প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি থেকে আপনার পছন্দের নিস এর ক্যাটাগরি তে ঢুকে প্রোডাক্ট গুলো কাস্টমার হিসাবে দেখেন। আপনি যদি " নিস অথরিটি" এর জন্য ২ সপ্তাহ সময় দিয়ে থাকেন, তাহলে ১০-১৫ টা প্রোডাক্ট চেক করলে ১টি ভালো প্রোডাক্ট খুঁজে বের করা আপনার জন্য কোন বেপার না। ভালো প্রোডাক্ট কখনও "সার্চ" ভলিউম এর উপর নির্ভর করে না, ভালো প্রোডাক্ট এ "Clear benefit" থাকে, ভালো মানের সেলস পেইজ থাকে, ভালো সাপোর্ট থাকে এবং একি সাথে ভালো রিভিও থাকে। আমি ইভেন্ট এ, ও আমার এডভান্স টিটরিয়াল এ প্রোডাক্ট সিলেকশন এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি, আসা করি ব্লগ এ ও একটি আর্টিকেল দিতে পারব তাড়াতাড়ি। এছাড়া আপনি Google ও YouTube এ "How to select/find a good/profitable product for affiliate marketing/promotion" লিখে সার্চ করলে ভালো রিসোর্স পাবেন।

৬। সেলস ফানেলঃ প্রথমেই বলি সেলস ফানেল কি? সেলস ফানেল মূলত একটি " ফানেল" জার মাধ্যমে ট্রাফিক কে ঘুরিয়ে আনলে সেলস এর প্রবাবিলিটি বারে। উদাহারন সরূপ বলা যায় কাস্টমার একটি হোস্টিং কিনবে, আপনি যদি তাকে সরাসরি হস্টিং এর সেলস পেইজ এ পাঠিয়ে দেন তাহলে সেটি ডিরেক্ট মার্কেটিং হচ্ছে, আর আপনি যদি একটি পেইজ বানান যেখানে আপনি সেই হোস্টিং এর বেনিফিট গুলো তুলে ধরেছেন, হয়তো কিছু ভিডিও করে দিয়েছেন কিভাবে এই হোস্টিং টি ব্যাবহার করতে হয় সেই ভিডিও গুলো দেখলে, আর ভালো ভাবে জানলে কিন্তু তখন পটেনশিয়াল কাস্টমার এর কেনার উৎসাহ বেড়ে যাবে। এই যে আপনার এই একটি পেইজ অথবা, ভিডিও অথবা আর্টিকেল যাই হক কাস্টমার কে সেলস পাইজ এ পাঠানর আগেই কেনার জন্য উৎসাহী করে তুলবে এইটাই মূলত সেলস ফানেল। ভালো মানের একটি সেলস ফানেল তৈরি করতে ৫ থেকে ১০ দিন লাগা টা স্বাভাবিক আর ৳১০০ থেকে ৳৩০০ খরচ হওয়া টাও স্বাভাবিক। আপনার যত ভালো সেলস ফানেল তত বেশি ইনভেস্টমেন্ট এর উপর রিটার্ন পাবেন। তবে অল্প তেও শুরু করা যায় যেমন Fiverr.com থেকে মাত্র ৳৫ দিয়েও আপনি চাইলে একটি Squueze Page বানিয়ে নিতে পারবেন।

সেলস ফানেল হিসাবে সবচাইতে ভালো কাজ করে ভিডিও ল্যান্ডিং পেইজ, এর পর হচ্ছে মাইক্রো ব্লগ, এর পর নরমাল ল্যান্ডিং পেইজ। আর ভালো হয় যদি আপনি একটি ওয়েবসাইট / ব্লগ করতে পারেন আর আপনার ব্লগ এর আর্টিকেল এর সাথে ভিডিও ল্যান্ডিং পেইজ লিঙ্ক করেন।

ভালো একটি প্রোডাক্ট সিলেক্ট করার পর আপনার একটি সেলস ফানেল তৈরি করা লাগবে। আমার করা ১ নাম্বার ভিডিও টি দেখে আপনি ল্যান্ডিং পেইজ করতে পারবেন। আমি ভিডিও তে একটি ল্যান্ডিং পেইজ ডিজাইন করে দেখিয়েছি। আপনি যদি নিজে ভালো ডিজাইন করতে না পারেন তাহলে fiverr.com / oDesk.com / eLance.com / Guru.com থেকে আপনার ল্যান্ডিং পেইজ ডিজাইন করিয়ে নিতে পারেন। আর

www.bookbd.info

Authority Niche Blogging টিউটরিয়াল টি দেখলে ব্লগ এর সাথে কিভাবে ল্যান্ডিং পেইজ লিঙ্ক করে কাজ করবেন শিখতে পারবেন।

৭। Tracking, Split Test, Optimization: সেলস ফানেল এ ইনভেস্ট করার আগে অবশ্যই আপনার ফানেল টি কেমন কনভার্ট হয় এইটা টেস্ট করা লাগবে। আপনি অল্প কিছু ট্রাফিক কিনে আপনার ল্যান্ডিং পেইজটি আরও ভালো কনভার্ট হওয়ার জন্য Optimize করতে পারেন। ট্রাফিক ট্র্যাক করার জন্য আপনি Google Analytics, Clicky.com অথবা Hypertracker.com ব্যাবহার করতে পারেন, কোন ট্রাফিক থেকে আপনি বেশি Subscriber / Lead পাচ্ছেন এইটা বের করতে পারবেন adtrackzgold.com এই সফটওয়্যার টি ব্যাবহার করে। একই সেলস ফানেল বিভিন্ন ছবি / কন্টেন্ট / ভিডিও দিয়ে স্প্লিট টেস্ট করে দেখতে পারেন কোন হেডার / ভিডিও / কন্টেন্ট এর দ্বারা সবচাইতে বেশি কনভার্ট হচ্ছে। স্প্লিট টেস্ট করার একটি সহজ সফটওয়্যার হচ্ছে adtracksgold.com, টেস্ট এর জন্য ভালো মানের ১০০০ থেকে ২০০০ ক্লিক যথেষ্ট আর এই টেস্ট গুলো করে আপনি সহজেই আপনার সেলস ফানেল কে Optimize করতে পারবেন।

৮। ট্রাফিকঃ টেস্ট করে ভালো একটি সেলস ফানেল পেলে (ভালো মানে অন্তত ৪০% Subscriber পাওয়া যায়) এর পর আপনি সেই ফানেল এ ট্রাফিক নিয়ে আসবেন। আমাদের সবার ধারনা "ট্রাফিক" মানেই সবকিছু ভুল। ভালো সেলস ফানেল ই সব কিছু, কারন ভালো সেলস ফানেল এ ইনভেস্ট করলে রিটার্ন আসে, আর খারাপ সেলস ফানেল এ ইনভেস্ট করলে ক্লিক আসবে কিন্তু সেল আসবে না। কিভাবে ট্রাফিক টানবেন এর উপর কিছু ভিডিও আমি করে দিয়েছি আমার YouTube চ্যানেল এ। এছাড়াও কিছু টিপস দিয়ে দিচ্ছি ফ্রি ট্রাফিক চাইলে ব্লগ কমেন্ট, রিলেটেড ফোরাম এ একটিভ হওয়া, Yahoo Answer ভালো, তবে বেস্ট হচ্ছে সোশাল মিডিয়া মার্কেটিং। আর পেইড ট্রাফিক চাইলে ভালো হচ্ছে PPC, আর PPC এর জন্য ভালো কিছু সাইট হচ্ছে facebook.com, adknowledge.com, adbrite.com, 7search.com, bidvertiser.com, এছাড়াও সিন হায়েসে এর এই আর্টিকেল টি পড়তে পারেন "The Top 22 Pay-Per-Click PPC Advertising Network"। এছাড়া আপনি google এ "Top PPC networks" সার্চ করলে আর অনেক পাবেন। এছাড়া Banner Ad (Media Buy) থেকে ভালো মানের ট্রাফিক পাওয়া যায়, মূলত ভালো ব্লগ গুলোতে যোগাযোগ করে সরাসরি এড দেয়া ভালো, কিন্তু চাইলে আপনি Media Buy marketplace ব্যাবহার করতে পারেন। কিছু ভালো Media Buy/Sell Market হচ্ছে BuySellAds.com, AdEngage.com, ProjectWonderful.com, SiteScout.com, BlogAds.com ইত্যাদি। এছাড়াও আপনি পেইড ট্রাফিক এর জন্য PPV, CPV, CPVR, SOLO, SWIPE, Mobile Traffic, Agency ইত্যাদি ট্রাফিক মেথড ব্যাবহার করতে পারেন। আপনি চাইলে একটি ব্লগ করে আপনার ব্লগ এ SEO করতে পারেন, এটি অবশই পেইড ট্রাফিক এর মধ্যেই পরবে কারন ভালো ভাবে SEO করাতে আপনার ৮৫০০ ৮১০০০ খরচ হবে। আপনি SEO করাতে চাইলে Upwork থেকে SEO Expert হায়ার করে নিতে পারেন, এরা Google এর প্রথম পেইজ এ আছে মানে নিঃসন্দেহে ভালো SEO সার্ভিস দিতে পারবে। বর্তমান এ মোট ২৮ টি ট্রাফিক মেথড রয়েছে, সব গুলোই ভালো কাজ করে, তবে ভালো মার্কেটার রা অল্প কিছু ট্রাফিক মেথড এ

www.bookbd.info

master হয়। আপনি ও তাই করেন, যে কোন ১টি অথবা ২টি মেথড এ কাজ করেন, এবং এটা নিয়েই লেগে থাকেন, আস্তে আস্তে আপনার যত ট্রাফিক দরকার আপনার ওই একটি মেথড ই আপনাকে দিতে পারবে। যেমন আমার সকল ট্রাফিক আসে CPVR থেকে, আর এই একটি মেথড এই আমি সব সময় কাজ করি। আবার অনেকেই শুধু FB PPC তে কাজ করছে, ওই একটি থেকেই তার সব ট্রাফিক আসছে। সুতরাং আপনিও শুরু করার জন্য যে কোন ১টি ট্রাফিক মেথড বেছে নিন ভালো হয় যে কোন PPC নেটওয়ার্ক এ কাজ শুরু করতে পারলে।

৯। Constant Monitoring & Improving: একজন ভালো মার্কেটার তার প্রতিটি ক্যাম্পেইন এর প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি খুঁটিনাটি মনিটর করে। আপনার সব সময় Adtracksgold অথবা একি রকম কোন সফটওয়্যার ব্যাবহার করে চেক করা লাগবে কোন ট্রাফিক সোর্স এর কোন এড থেকে আপনি বেশি লিড পাচ্ছেন, কোন ল্যান্ডিং পেইজ ভালো কনভার্ট হচ্ছে, কোন প্রোডাক্ট এর কত EPC, আপনার কোন CPC এই প্রতিটি জিনিস সব সময় মনিটর করা লাগবে, আর কোন টি খারাপ মনে হলে সাথে সাথে ওই ক্যাম্পেইন বন্ধ করে যেখানে সমস্যা সেটা ঠিক করা লাগবে। কোন সেলস ফানেল এ সারাজীবন কামাই করে না, প্রতিটি সেলস ফানেল এর একটা মেয়াদ থাকে, আপনি ক্যাম্পেইন টা এখন Profitable দেখে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাতে গেলে ঘুম থেকে উঠার পর এ যে Profitable থাকবে তা নাও হতে পারে। প্রফিট বাড়ানোর একটি ভালো উপায় হচ্ছে লস না দেয়া। এর জন্য পারলে একটি ট্যাব অথবা ভালো মোবাইল কিনে নিবেন যেখানে আপনার দরকারি সব App যেমন “GetResponse”, “Google Analytics” ইত্যাদি ইন্সটল করে নিবেন, এর সাথে সব কাজের ওয়েবসাইট গুলো বুকমার্ক করে রাখবেন হোমস্ক্রীন এ, যেন যে কোন সময় ক্যাম্পেইন এর কি অবস্থা এক নজর এই বুঝা যায়।

আপনি এভাবে শুরু করতে পারবেন, তবে প্রফিট করার জন্য আপনার অভিজ্ঞতা দরকার হবে, আর সেটা পাবেন অন্তত ৩-৪ মাস কাজ করার পর।

www.bookod.info

মোঃ ওবায়েদুল ইসলাম রাব্বি
এফিলিয়েট মার্কেটার
www.obayedulislamrabbi.com
FB: www.facebook.com/guru.vhai

এফিলিয়েট মার্কেটার শব্দ টি ছোট শুনা গেলেও কথাটার অর্থ অনেক ব্যাপক, আমি কি ভাবে এফিলিয়েট মার্কেটার হলাম তা বলতে গেলে অনেক কথা এবং অনেক প্রিয় মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠে, ২০১০ এর দিকে এফিলিয়েট মার্কেটিং জিনিসটা তখন খুব একটা পরিচিত ছিলো না. তখন আমার লাইভ স্ট্রিমিং এর এফিলিয়েট নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা শুরু হয়, লাইভ টিভি স্ট্রিমিং সফটওয়্যারের মার্কেটিং করে সফলও হয়েছি। কিন্তু আরো বেশী কিছু করার নেশায় পেয়ে বসে, এর পর কাজ শুরু করি CJ তে কিন্তু আমি কাজ করে মজা পাচ্ছিলাম না, এরপর Click Bank, Click Sure এ কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, এখন আমি আমাজন এফিলিয়েট নিয়ে কাজ করছি, সফলতার ভাগ ও অনেক বেশী । অনেকেই, প্রথম বিশ্বাস করতে পারেনি , সন্দেহও করেছেন অনেকে। কিন্তু এখন আর সেই সময় নেই। বাংলাদেশে অন্তত ৪০ হাজারেরও বেশী এফিলিয়েট মার্কেটার কাজ করছে।প্রত্যেকেই তাদের চেষ্টা ও যোগ্যতা দিয়ে কম-বেশী রোজগার করছে। আমার অনেক ছাত্র ও এফিলিয়েট মার্কেটিং এ আজ সফল। ধন্যবাদ দিতে হয় আমার জীবন সঙ্গীনী "সানজিদা তানজিন জুই" কে। সর্বক্ষণ আমাকে সহযোগিতা করার জন্য।

কি ভাবে আপনি একজন আমাজন এফিলিয়েট মার্কেটার হবেনঃ

আমি সত্যি চাই আপনারা সবাই আমাজন এফিলিয়েট মার্কেটিং আজ থেকেই শুরু করেন। এফিলিয়েট মার্কেটার হতে চাইলে অবস্যই আপনার অনেক ধৈর্য থাকতে হবে, এবং এফিলিয়েট মার্কেটিং এ লেগে থাকার মানসিকতা থাকতে হবে. পড়তে হবে অনেক বই ও ব্লগ। জানতে হবে সঠিক ভাবে কাজ করার পদ্ধতি, তাহলেই সফল হবেন আপনি ও তো দেরী কেন ? শুরু করে দিন আজ থেকেই ।

Affilate Marketing থেকে টাকা আয় করার সহজ উপায় কি?

রায়হান রাকিব

অ্যাফিলিয়াট মার্কেটার

Affiliate Marketing কি?

Affiliate Marketing একটি মাধ্যম যেখানে Publishar এবং Product প্রস্তুতকারি একত্রে স্বম্মেলিত হয়ে প্রডাক্ট মার্কেটিং ও বিক্রি করে প্রফিট ভগাভগি করে নেয়।

Affiliate Marketing কিভাবে কাজ করে?

মনে করেন আপনার একটি Website আছে যেখানে প্রচুর পরিমান ভিজিটর আসে তাহলে আপনি আপনার সাইট রিলেটেড বিজ্ঞাপন দিয়ে ভিজিটরকে আকৃষ্ঠ করে প্রডাক্ট প্রস্তুত কারি প্রতিষ্ঠানের সাইটে পাঠিয়ে দিবেন আর এভাবে আপনার সাথে চুক্তি আনুযায়ী পেমেন্ট গ্রহন করবেন। আবার চুক্তি অনুযায়ী আপনার অ্যাড এ ভিজিটর ক্লিক করলে ও আপনি অর্থ পেতে পারেন।

But মনে রাখবেন সধারনত Product বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত পেমেন্ট পাবেন না। কেউ কেউ আবার ভিজিটর এনে দিলে ও সামান্য পরিমান অর্থ দিয়ে থাকে! আপনার ওয়েব সাইটের মাধ্যমে আন্যের প্রডাক্ট মার্কেটিং করে দিয়ে আপনি লাভবান হতে পারেন সহজে। কিছু Top Affiliate Marketing সাভিস প্রদান কারির নাম দেয়া হলো

1. Amazon
2. Ebay
3. ClickBank
4. ClickSure

www.bookbd.info

5. Commission Junction

Affiliate Marketing থেকে কেমন টাকা আয় করা যায়?

Daily যদি আপনি ১ ঘণ্টা সময় অপচয় করেন তবে মাসে 100$ বা বাংলাদেশী ৮০০০ টাকা আয় করতে পারবেন।

অনেক Bigineer মনে করেন আমি বাংলাদেশে থেকে কি করে বিদেশী দের কাছে Product সেল করব! আবার অনেকে Affiliate Marketing এর জন্য নিজস্ব একটা ওয়েবসাইট থাকতে হবে বলেন । কিছু দিন আগে ও একটা পোস্ট পড়লাম যেটা তে সেই রকম ই বলা হল । যা হোক আমি ছোট্ট একটা উপায় বলব যেটা দিয়ে আপনি মাসে সর্ব নিম্ন 100$ বা ৮০০০ টাকা আয় করতে পারবেন But আপনার কোন Web সাইট এর দরকার নেই ।

Affilate marketing থেকে আয় করার কিছু সহজ Trips কি?

Trips 1:

ভালো একটা Affiliate Website select করুন আর রেজিস্ট্রেশন করুন। খুব সুন্দর করে ১ টা Review লিখুন । মনে রাখবেন একটার বেশী আর্টিকেল লেখার কোন দরকার নেই। গুগল সার্চ করে বেশ ক দিন সময় নিয়ে আর্টিকেল লিখুন। কেননা এই একটা আর্টিকেল ই আপনাকে টাকা এনে দেবে । এমন ভাবে আর্টিকেল লিখুন যাতে আপনার আর্টিকেল পড়ে অন্য লোকে প্রোডাক্ট কিনতে আগ্রহী হয়। যা হোক আমি ধরে নিলাম আপনার আর্টিকেল লেখা শেষ । এখন প্রধান কাজ করার সময়। আপনি আপনার প্রোডাক্ট এর উপর গুগলে সার্চ দিয়ে ফোরাম খুঁজে বের করুন আর ফোরাম এ আপনার আর্টিকেল টা পোস্ট করুন আর আর্টিকেল এর শেষে আপানার Affiliate Link টা দিয়ে দেন। Sign Up করার পর Affiliate ওয়েব সাইট এই লিঙ্ক টা আপনাকে দেবে। আপনি এটা খুব যত্ন করে রাখবেন আর এই লিঙ্ক টা ফেসবুক এ ও শেয়ার করতে পারেন। একটা গোপন কথা শেয়ার করলাম যা আপনাকে অন্য কেউ বলবে না। ফোরাম থেকে Review পড়ে ৯৫% প্রোডাক্ট বিক্রি হয়। যদি আপনার আর্টিকেল ভালো হয় তবে Sell হতে সময় লাগবে না। প্রতিদিন ১ ঘণ্টা সময় অপচয় করে ফোরাম খুঁজে বের করে আর্টিকেল পোস্ট করতে থাকুন। আর যদি সময় থাকে তবে ফোরাম গুলোতে অ্যাক্টিভ থাকুন।

Trips 2:

প্রথমে ১০ টি নতুন ফেইসবুক Id খুলুন। Id গুলো মেয়েদের নামে হবে এবং প্রতিটা Id তে মিনিমাম ৫ টা ছবি রাখবেন যাতে id টা fake মনে না হয়। এবার facebook এর search ঘরে american group লিখে search দেন। দেখবেন অনেক group এর নাম এসেছে ।সেখানে প্রবেশ করুন এবং ঐ group এর wall এ যারা যারা status দিয়েছে তাদের profile দেখুন। যদি দেখেন তারা আমেরিকান তাহলে friend request পাঠান। এভাবে ওখান থেকে ১০ জনকে পাঠান। এবর ঐ ১০ জনের যত friends আছে সবাইকে friend request পাঠান। এভাবে friend request প্রতিদন পাঠাতে থাকুন। দেখবেন আপনর ফরেনার friend বেড়েই চলেছে। এটাতো গেল ১টা id এর কথা। ১০টি Id দিয়ে আপনি ১০টি ধনী দেশের friend বাড়ান।

www.bookbd.info

কিনতু ভুলেও bangladeshi, pakistani, indian friend বানাবেন না। কারন তাতে এসব দেশের মানুষে friend request এ আপনার account ভরে যাবে। আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আপনার ৫০০০ friends এর সবাই যেন american হয়। যন আপনর ১০টা id তে ২৫০০০ friend হয়ে যাবে তখন আপনি আপনার status এ আপনার পন্যের ads দিন আপনর দেয়া status থেকে যদি দিনে ১০০০০ ডলারের পণ্য sell হয় তাহলে আপনি পাবেন ১০০০০*১৫%=১৫০ ডলার বা ১০০০০ টাকা ।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং

বিষয় ঃ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং
নাম ঃ মোঃ শারিফ হোসেন
অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার
Founder & CEO Visual Training
(www.visualtrainingbd.net)

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এক ধরনের কমিশন ভিত্তিক বাজারজাত করণ প্রক্রিয়া। এটিকে দক্ষতা ভিত্তিক বাজারজাত করণ প্রক্রিয়াও বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ আপনি পণ্য বা সেবা বিক্রি করে দিতে পারলে আপনাকে কমিশন দেয়া হবে আর আপনি আপনার বিক্রয় দক্ষতা দিয়ে যত বেশি বিক্রি করে দিতে পারবেন তত বেশি কমিশন পাবেন।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং মার্কেটার ও পাবলিশার (জার পণ্য বিক্রয় করবেন) দুজনের জন্যই সুবিধাজনক । কেননা একদিকে যেমন মার্কেটারের আয়ের সুযোগ অন্যদিকে পাবলিশারের ব্যবসায় প্রশারের রয়েছে বিশাল সুযোগ ।

অ্যাফিলিয়েটের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন- amazon.com, ebay.com

এছারাও বিভিন্ন অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্ক রয়েছে- clickbank.com, cj.com, maxbounty.com, linkshare.com

আপনি যে সাইটে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতে চান সে সাইটে আপনার অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে তারা প্রত্যেকটি প্রোডাক্টের জন্য আপনাকে একটি স্পেসাল লিঙ্ক প্রদান করবে সে লিঙ্ক এ ক্লিক করে যদি কেউ পণ্য বা সেবা ক্রয় করে তাহলে আপনি কমিশন পাবেন।

www.bookbd.info

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংএ পণ্য বা সেবা বিক্রয় করতে হলে আপনাকে বিভিন্ন মার্কেটিং কৌশল অবলম্বন করেতে হবে এগুলার কিছু আছে ফ্রী মেথড আর কিছু আছে পেইড মেথড । তবে শুরুতে ফ্রী মেথডে কাজ করাই উত্তম।

ফ্রী মেথডের মধ্যে ইমেইল মার্কেটিং, সোসিয়াল মিডিয়া মার্কেটিং, আর্টিকেল মার্কেটিং, ভিডিও মার্কেটিং, ব- গ মার্কেটিং ইত্যাদি উলে- খযোগ্য। এসব বিষয়ে ধারনা থাকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংএ আপনার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে ।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংএ প্রাথমিক ধারনার জন্য নিচের ইউটিউব চ্যানেল গোলার ভিডিও দেখতে পারেন।

https://www.youtube.com/user/affiliatemarketingmc

https://www.youtube.com/user/visualtrainingbd

যে কোন কাজেই হুট করে সফলতা আশা করা ঠিক না, তেমনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এ ক্যারিয়ার গরতে চাইলে প্রথমে ভাল ভাবে শিখুন যে কিভাবে কাজটি করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এ নতুনদের ক্যারিয়ার গরার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে ।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্প্রকে ভাল ভাবে জানতে আমার লিখা “অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং” বইটি পড়ুন। আশা করি বইটি পরলে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন ।

www.bookbd.info

MD. Omar Faruk (SEO & Affiliate Marketing Expert)

আমি আপনাদের সাথে অনলাইনে কিভাবে Income করতে পারেন সে বিষয়ে আলোচনা করবো । তার আগে বলতে হয় আমাদের দেশে চাকুরীর বাজার খুব খারাপ। অনেক শিক্ষিত যুবক-যুবতী আছেন যারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর Job এর জন্য Interview দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ফলাফল শুন্য। সে জন্য আমাদের বেশির ভাগ লোকই Frustration পরে যাই। হয়তবা আমাদের নিজের কাছে মনে হয়, আমি ভাল করে পড়াশুনা করি নাই সে জন্য চাকুরী পাই নাই। আমার দৃষ্টিতে সেটা ভুল। যাদের বিশেষ করে মামা-চাচা আছে, তাদের ক্ষেত্রে পড়াশুনা তেমন একটা দরকার পরে না। তবুও কিন্তু চাকুরী পেয়ে যায়। তাই বলে তো সবার এমন মামা-চাচা নাই যে Job এর জন্য সুপারিশ করবে Job হয়ে যাবে। যাদের মামা-চাচা নাই তাদের জন্য আমার এই লেখাটা।

কি কি প্রয়োজন Online এ কাজ করার জন্য?

আপনাকে Online এ কাজ করতে হলে প্রথমত ইংলিশ ভাল জানতে হবে। যদি আপনার ইংলিশে ভাল জ্ঞান না থাকে তাহলে আমি বলবো প্রথমে আপনি ভাল করে ইংলিশ শিখেন। ইংলিশ শিখবেন বলতে Writing Skill with good vocabulary থাকতে হবে। আপনি যে কোন topics লেখার আগে Internet Search করে basic concept নিতে পারেন। কিন্তু তাদের লেখা হুবুহু copy-paste করা যাবে না। সেটা আপনার নিজের মত করে লিখতে হবে। দ্বিতীয়ত আপনার একটি Personal কম্পিউটার লাগবে যা আপনি নিজের মত করে ব্যবহার করতে পারেন। তৃতীয়ত আপনার minimum 512kbps Internet connection থাকতে হবে for unlimited. যদি উপরের Condition গুলো fulfill থাকে তাহলে আপনি Online এ কাজের জন্য যোগ্য। অন্যথায় উপরের তিনটি Condition এর মধ্যে যদি একটি Condition অপূর্ণ থাকে তাহলে আপনি কাজ করতে পারবেন না। তারপরও যদি আপনি একটি Condition অপূর্ণ রেখে কাজ করেন, তাহলে আপনি যেটুকু সময় Online এ ব্যয় করলেন সবটুকুই বৃথা।

কি ধরনের কাজ করা যায়?

Online এ বিভিন্ন ধরনের কাজ পাওয়া যায়। যেমনঃ Web Development, Graphics Design, Search Engine Optimization (SEO), Affiliate Marketing, Data Entry, Paid Survey etc এ রকম অনেক কাজ আছে। তবে এখানে যে ধরনের কাজ আছে সব কাজ তো একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই এমন ১-২টি কাজ নিয়ে কথা বলবো যে গুলো আমরা করতে পারি। Without any coding Language.

What is SEO?

যদি SEO নিয়ে আলোচনা করি তাহলে পুরো সময় চলে যাবে SEO নিয়ে কথা বলে। কিন্তু আমি এখানে SEO নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো না। তবে SEO এর Demand ভাল আছে Freelancing Site গুলোতে। আবার আপনার যদি কোন নিজস্ব ব্লগ থাকে, সেটাকে SEO করে Google Ranking এ এনেও কিন্তু আপনি

www.bookbd.info

ইনকাম করতে পারেন। তবে আমাদের দেশে যারা আগে SEO করত, তাদের ৯৫% এখন আর SEO তে কাজ করে না। আর বাকি ৫% আছে তাদের পজিশন SEO তে টপ লেভেল। কারন ২০১৩ এর মাঝামাঝি google panda and penguin update করার কারনে আমাদের দেশে যে ৯৫% লোক SEO নিয়ে কাজ করত তাদের SEO তে google এখন আর কোন Value দেয় না। কারন তারা অন্যের লেখা copy-paste করে ববহার করত। ২০১৩ সালের মাঝামাঝি তে google সেটা clearly বলে দিয়েছে। আর যে বাকি ৫% আছে তাদের পজিশন SEO তে টপ লেভেল হওয়ার মুল কারণ হল তারা Well Educated. তারা কখনও অন্যের লেখা copy-paste করে না। তারা সব সময় Unique কিছু লিখে। তাই google তাদের লেখাকে খুব গুরুত্ব দেয়। তাই আপনি যদি ভাল ইংলিশ জানেন এবং কোন বিষয় সম্পর্কে ভাল জানেন, তাহলে SEO আপনার জন্য better. অন্যথায় আপনি যদি ভাল ইংলিশ না জানেন তাহলে সেদিকে না যাওয়া টাই ভাল।

Affiliate Marketing:

Affiliate Marketing বলতে ৯৮% Digital Product Sell করা Online এ। বাকি ২% হল Health Related ও অনান্য কিছু Product আঝে যে গুলো Online বেচা-কেনা হয়। আমি মূলত SEO & Affiliate Marketing নিয়েকাজ করি। তাই বলে আমি কখনও oDesk বা অন্য কোন Freelancing site থেকে bid করে কাজ করি না SEO এর জন্য। আমি মূলত নিজের Website SEO করে ভাল Marketplace থেকে Affiliate Link এনে নিজের Website এ use করে Income করি। আমার মূলত Affiliate Marketing এর Income আসে Organic Traffic থেকে। আমি কখনও Paid Traffic নিয়ে কাজ করি না। তবে হ্যাঁ, Paid Traffic নিয়ে যদি আপনি কাজ করতে পারেন তাহলে আপনাকে SEO এর কোন ঝামেলা করতে হবে না। বিশেষ করে আমি Paid Traffic এ Expert না। Paid Traffic এ টাকা পয়সার Risk থাকে, যদি না আপনি প্রথমে ভাল করে Research করতে পারেন। আর সব চেয়ে বড় কথা হল, আপনি যে Niche নিয়ে কাজ করবেন সেই Niche এর Buyer Traffic লাগবে Income করার জন্য। Buyer Traffic ছাড়া আপনি কখনও Affiliate Marketing এ Income করতে পারবেন না। অনেক কথা হল, লেলায় ভুল হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।

www.bookbd.info

PriyoTech
Thursday, January 15, 2015
http://tech.priyo.com/news/2015/1/15/27190.html

বাংলাদেশে খুব শুরুর দিকে যারা ইন্টারনেট মার্কেটিং, বিশেষত এসইও নিয়ে কাজ করছেন আসিফ আনোয়ার তাদের অন্যতম। তবে ইদানিংকার ফ্রীল্যান্স-ভিত্তিক এসইও নয়, তিনি মুলত কাজ করেছেন কর্পোরেট-ভিত্তিক বিজনেস কন্সালটেন্সি নিয়ে। বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনডিপি এর যৌথ উদ্যোগে এ২আই প্রকল্পের সাথে ওয়েব অপ্টিমাজেশনের জন্য ন্যাশনাল কন্সালটেন্ট হিসাবে কাজ করেছেন অনেকদিন। আসিফ আনোয়ার ইন্টারনেট মার্কেটিং বিষয়ে একজন সফল ট্রেইনার, বক্তা, এবং ব্লগার। এসইও এর জন্য জগতখ্যাত "সার্চ ইঞ্জিন জার্নাল" সহ অন্য আরও ইন্টারনেট মার্কেটিং-ভিত্তিক ওয়েব ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক। প্রিয় ডট কমের সাথে সাক্ষাৎকারে এসইও নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন আসিফ আনোয়ার।

SEO কী? আপনি SEO এর সাথে কীভাবে জড়ালেন?

ধরুন আপনার একটি গার্মেন্টস এক্সপোর্ট ব্যবসা আছে। আপনার বেশিরভাগ ক্রেতা বিদেশী। বাইরের দেশে বেশির ভাগ মানুষ গুগল বা বিং ব্যবহার করে "Garments Exporters from Bangladesh" সার্চ দেয়। সার্চ দেবার পর যদি আপনার সাইট খুজে পায়, তাহলে আপনার কাছে কিছু অর্ডার চলে আসে। তা না হলে, এসব ক্রেতাদের সাথে আপনার যোগাযোগ কখনই হবে না। "Garments Exporters from Bangladesh" হচ্ছে কিওয়ার্ড, যা দিয়ে ক্রেতারা সার্চ করছে। আর এই কিওয়ার্ডে এর জন্য আপনার সাইটকে গুগল বা বিং-এ প্রথম ১০টি সাইটের লিস্টে আনার জন্য কাজগুলোকে সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাজেশন বা সংক্ষেপে এসইও বলে।

২০০১ সালে আমি প্রথম আমার ওয়েবসাইট বানাই, পরে সেটা হোস্টও করি। কিন্তু, নিজের নামে সার্চ করলে সাইটটা খুজে পাওয়া যেত না বলে খুব খারাপ লেগেছিল। তখন ওটা করতে গিয়ে, কিছু কৌশলের সাথে পরিচিত হই। আর ওটা করেই নিজের সাইটকে গুগলে ইনডেক্স করাই। মজার ব্যাপার হলো, "সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাজেশন" শব্দটা তখনও ব্যবহার শুরু হয়নি। কারন, ডেনি সুলিভান প্রথম শব্দটা ব্যবহার করেন ২০০৩ সালে। তারপর থেকেই ২০০৩ সাল থেকে অনেক রিসার্চ হতে থাকে সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাজেশন নিয়ে। তাই, অনেকটা শুরু থেকেই

www.bookbd.info

এর সাথে আছি। আর এই ক্ষেত্র এতবেশি পরিবর্তনশীল যে, সবসময় পড়াশোনার উপরে থাকতে হয়। তাই আজও পড়াশোনা করে যাচ্ছি।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর সাথে SEO এর সম্পর্ক কি?

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হল একটি স্বতন্ত্র ব্যবসা, যেখানে আপনার বিক্রিত পন্যের মালিক অন্য কেউ। মানে, আপনি বড় কোনো কোম্পানির পণ্যের মার্কেটিং প্রতিনিধি। আজকাল অনেক পণ্য অনলাইনে বিক্রি হয়। আপনি কোনো বড় একটা কোম্পানির পণ্য অনলাইনে বিক্রি করে দিতে পারলে তারা আপনাকে ভালো একটা কমিশন দেয়। আর এভাবেই অনেকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর কাজ করে যাচ্ছে। তবে বিক্রি বাড়াতে হলে আপনাকে কোয়ালিফাইড ট্র্যাফিক আনতে হবে আপনার সাইটে বা অ্যাফিলিয়েটেড কোম্পানির সাইটে। কোয়ালিফাইড ট্র্যাফিক হলো, এমন কিছু ক্রেতা বা ইচ্ছুক লোকজন, যারা আপনি যা বিক্রি করতে চাচ্ছেন, তাই কিনতে ইচ্ছুক। কিন্তু, তার জন্য প্রথম কাজ যেটা লোকজন করে, তা হলো গুগল বা বিং এ সার্চ করে। আর সার্চ করে যদি আপনার বা কোম্পানির সাইট পায়, তখন অনলাইনে অর্ডার দেয়। আর তাই, অ্যাফিলিয়েটেড মার্কেটিং-এ সফল হবার জন্য সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাজেশন একটা মুল কৌশল হিসাবে কাজ করে। আপনার সাইটে ট্র্যাফিক আনার আরো অনেক কৌশল থাকলেও, কেবলমাত্র সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাজেশন সঠিক সময়ে, সঠিক লোকের মাঝে, সঠিক বার্তা পৌছে দিতে পারে (Right message in the right time to the right people).

বাংলাদেশে SEO করার মতো দক্ষ কর্মী কি আছে? কোন দেশগুলো বাংলাদেশের কর্মীদের প্রতি আগ্রহী?
২০১২ সালে ওডেস্কের ম্যাট কুপারের সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে আমাকে জানান যে, ওডেস্কে যত এসইও-এর কাজ হয় তার ২৫% এখন বাংলাদেশ থেকে হচ্ছে। যদি কোয়ান্টিটির কথা বলেন, আমাদের দেশ কোয়ান্টিটি কাজের জন্য স্বর্গরাজ্য। কিন্তু, কোয়ালিটি কাজের জন্য বাংলাদেশের মার্কেট এখনও পরিপক্ক হয়ে উঠেনি। তবে আমি বেশ আশাবাদী যে আগামী ৫ বছরে আরও পরিপক্ক হবে এই ইন্ডাস্ট্রিটি।

তবে, ইংলিশ লিটারেসি কম হওয়ায়, ইংলিশে আর্টিকেল লেখার জন্য ভালো লোক খুজে পাওয়া যায় না। আর অল্পবিস্তার যারা ভালো লিখেন, ওদের চাহিদা বেশি থাকায়, বেশি মূল্যে অন্য কিছুতে নিয়োজিত আছেন। তবে, এসইও এর জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটি বা ক্ল্যারিক্যাল কাজের চাহিদা আছে। এই কাজগুলো বাংলাদেশে প্রচুর আসে। কারন বাংলাদেশে আইটি শ্রমিক বেশ সস্তা।

আর সস্তা হবার কারনে নানান দেশ থেকে বাংলাদেশী আইটি শ্রমিকদের অনেক চাহিদা রয়েছে। শুধু গুটি কয়েক দেশের নাম বললে ভুল হবে। তবে, আমাদের দেশ থেকে যাদের আইটি শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বেশি, সেসব দেশ থেকেই অর্ডার আসে বেশি।

বাংলাদেশের ইন্টারনেট কানেকশন কি SEO করার জন্য সহায়ক?
গ্রাফিক ডিজাইন বা ভিডিও এডিটিং এর জন্য বেশি ব্যান্ডউইথের দরকার হলেও, সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাজেশনের জন্য তত বেশি ব্যান্ডউইথের দরকার হয় না। অবশ্য সাধারন ব্রাউজিং এর জন্য যতটুকু দরকার, তার চেয়ে একটু বেশি দরকার হয়। এখানে যেসব কাজ আসে, সেগুলোর জন্য নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের দরকার হয়। বাংলাদেশে নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ খুব একটা বিরল না হলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেকের অভিজ্ঞতা খারাপ। আর, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যাপারটা বিরল হওয়ায়, বাংলাদেশে এসইও নিয়ে কাজ করতে হলে অনেক

www.bookbd.info

বেশি সমস্যা হয়। তবে সব মিলিয়ে, ক্ল্যারিক্যাল এসইও কাজের জন্য বাংলাদেশ অন্য যেকোনো দেশের থেকে বেশ ভালো স্থানে আসীন আছে।

SEO কে কি ফুলটাইম পেশা হিসেবে নেয়া সম্ভব?

অবশ্যই সম্ভব, আমি নিয়েছি ২০০৩ সাল থেকেই। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবেঃ এই বিদ্যা সাময়িক। কারন, আপনি যে কৌশল আজ শিখে ফেলছেন, তা ৬ মাস পর আর কাজ করবে না। আর যতদিন যাচ্ছে, ৬ মাসের এই গ্যাপ কমে যাচ্ছে। কারন, গত বছর লিখলে আমি ১ বছর গ্যাপের কথা বলতাম। ২ বছর পর হয়তো এটা ৩ মাসে নেমে আসবে। তাই, এই ইন্ডাস্ট্রিতে কামড়ে পরে থাকতে হলে আপনাকে প্রতিদিন, কিছু না কিছু পড়াশোনা করে যেতেই হবে। আপনাকে ইংলিশে লেখালেখির হাত বাড়াতে হবে। সেইসাথে আপনি যে ব্যবসার এসইও করতে চান, সেই ব্যবসার খুঁটিনাটিও শিখতে হতে পারে। কারন এসইও ধীরে ধীরে স্পেশালাইজেশনের দিকে ঝুঁকছে।

SEO শিখতে ইচ্ছুকদের জন্য প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা আছে কি?

বাংলাদেশে ২০০৯ সালের পর থেকেই এসইও এর উপর অনেকের আগ্রহ বেড়েছে। তার সাথে সাথে গড়ে উঠেছে অনেক ভাল-মন্দ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানও। আগ্রহী এসব শিক্ষার্থীদের এক প্লাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য ২০১০ সালে আমি ফেসবুকে বাংলাদেশ ইন্টারনেট মার্কেটিং প্রোফেসনালস অ্যাসোসিয়েশান (বিম্পা) গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করি। আর এখন ইন্টারনেট মার্কেটিং এর জন্য এটাই বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ফেসবুক গ্রুপ। এখান থেকে বিনামূল্যে সবাইকে এসইও-সহ ইন্টারনেট মার্কেটিং এর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও এখন বর্তমানে এসইও শেখার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যার লিস্ট এখানে পাবেন।

কোন বিষয়ের দিকে নজর দিলে একজন দক্ষ SEO এক্সপার্ট হওয়া সম্ভব?

একটা ব্যাপার হলঃ যতই দিন যাচ্ছে, ততই কঠিন হচ্ছে এসইও কৌশলগুলো। তাই, ন্যাটিভ ইংলিশ ভাষীদের মত লেখার হাত না থাকলে বা মার্কেট ভালো না বুঝলে, ভবিষ্যতে এসইও এর জন্য কাজ করা কঠিন হয়ে যাবে। তাই, আপনার ইংলিশ লেখার হাত ভালো না হলে এটাকে ফুলটাইম পেশা হিসাবে নেওয়ার আগে ভালভাবে wPšÍv করে নিন। তবে শুধু লেখার দক্ষতা হলেই যে ভালো করা যায়, তা না। এসইও এর জন্য আপনাকে ৩টা বিষয়ে পারদর্শী হতে হয়ঃ
সায়েন্সঃ সাইটের জন্য হাল্কা পাতলা কোডিং জানা, গুগল আর বিং এর প্রযুক্তির ব্যাপারে জানা
আর্টসঃ ইংরেজিতে বা অন্য ভাষায় এবং কাঙ্খিত বিষয়ে ভালো লেখালেখির হাত
কমার্সঃ ট্র্যাফিকের সাইকোলজি বুঝে কোন ব্যবসাকে প্রসারের কৌশল জানা

আপনি যেকোনো ২টা বিষয়ে যদি পারদর্শী হন, তাহলে অন্য আরেকটির জন্য অন্য কারো সাহায্য নিয়ে এসইও কে ফুলটাইম পেশা হিসাবে নিতে পারেন।

আবার, যে ব্যবসার ব্যাপারে আপনার কোন জ্ঞান নেই, সেসব ক্ষেত্রেও কঠিন হয়ে যাবে ভবিষ্যতে। যেমন, একটা মেডিকেল সামগ্রী বিক্রি করার সাইটের জন্য এসইও করতে হলে, আপনার মেডিকেল সায়েন্সের জ্ঞান থাকা দরকার। এসইও এর জন্য আপনাকে ইন্ডাস্ট্রি অথরিটি অর্জন করতে হয় বা অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে ভালো বক্তা হতে হয়। আর ভালো কন্টেন্ট ছাড়া সেটা অর্জন করা মোটেও সম্ভব না। এটা ছাড়া বর্তমানে কাজ হলেও, ভবিষ্যতে হয়তো সম্ভব হবে না।

www.bookbd.info

ইমেইল মার্কেটিং

লেখকঃ হাবীবুর রহমান দীপু
Fb: facebook.com/habibur.tutordipu
ইমেইল মার্কেটিং স্পেশালিস্ট,
ক্রিয়েটিভ আইটি লিমিটেড

ইমেইল মার্কেটিং আউটসোর্সিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম

আধুনিক বিশ্বে মার্কেটিং জগতের সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছে ইন্টারনেট মার্কেটিং। আর এই ইন্টারনেট মার্কেটিং এর একটি শক্তিশালী মার্কেটিং পদ্ধতির নাম হচ্ছে "ইমেইল মার্কেটিং" বা সরাসরি বিপণন ব্যবস্থা । ইমেইল এর পূর্ণনাম হল ইলেক্ট্রনিক মেইল । ১৯৬০ সালে প্রথম ইমেইল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় । তারপর থেকে দিন দিন এর প্রভাব এতটাই বেড়ে চলছে যে, যোগাযোগ ব্যবস্থার সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে ইমেইলকে ধরা হচ্ছে ।

ইমেইলকে শুধু অফিস বা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যম মনে না করে বর্তমানে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে সকলের হাতে পৌছে গেছে স্মার্ট মোবাইল ফোন, ট্যাব, ল্যপটপ আর ইন্টারনেট, ফলে তাদের হাতের মুঠোয় আপনার প্রচার পৌছানের অন্যতম মাধ্যমকে বলা হয় ইমেল ।

ইমেইল মার্কেটিং সম্পর্কে কিছু কথা

খুব সংক্ষিপ্তভাবে যদি "ইমেইল মার্কেটিং" সম্পর্কে বলতে হয়, তাহলে বলতে হবে ইমেইল আদান-প্রদান এর মাধ্যমে কোন পণ্য বা সেবার বিপণন ব্যবস্থা । ইমেইল মার্কেটিং বা সরাসরি বিপণন ব্যবস্থা হল মার্কেটিং-এর এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সরাসরি কাস্টমারের ইমেইলে কোন পণ্য বা সেবার বিবরণসহ পণ্য সম্পর্কিত

www.bookbd.info

অন্যান্য তথ্যাবলী প্রেরণ করা হয়। যার ফলে কোন কাস্টমার ওই পণ্য বা সেবা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাগুলো ইমেইলের ইনবক্সেই পেয়ে যান এবং তিনি পণ্যটি কিনতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

"ইমেইল মার্কেটিং" ব্যবহার করে প্রতিদিন দেশ-বিদেশের হাজার হাজার কোম্পানি তাদের পণ্য বা সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। কোম্পানির একদিকে যেমন বাড়ছে বিক্রয়ের পরিমাণ, তেমনি সম্প্রসারিত হচ্ছে তাদের সুনাম ও খ্যাতি। নিজের পন্যও বিক্রি ছাড়াও বিভিন্ন কোম্পানির পণ্য বা সেবার এফিলিয়েশনের মাধ্যমেও আয় করতে পারেন। এছাড়া ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস গুলোতেও দিন দিন বাড়ছে ইমেইল মার্কেটিং-এর কাজ। মার্কেটপ্লেস গুলোর তথ্যানুযায়ী, ইমেইল মার্কেটিং এ একজন ফ্রিলান্সার মাসে ৫০ হাজার টাকা থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারেন। ক্ষেত্র বিশেষে এই আয় কয়েক হাজার ডলার পর্যন্ত হতে পারে। আর এ হিসাবে ফ্রিল্যান্সার হতে চাওয়া তরুণ-তরুণীদের অন্যতম পছন্দ হতে পারে "ইমেইল মার্কেটিং"।

উইকিপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী, শুধুমাত্র আমেরিকাতে ২০১১ সালে ১.৫১ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয় ইমেইল মার্কেটিংয়ের জন্য, যেটা বর্তমানে ২.৪৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। আরেকটি মজার তথ্য আছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে যত বিক্রি হয় তার ২৪ শতাংশই ইমেইল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে। তাহলে আমার মতো আপনিও বোঝতেই পাচ্ছেন ইমেইল মার্কেটিং কতটা গুরুত্বপূর্ণ ।

"ইমেইল মার্কেটিং" এর কিছু সুবিধাসমূহঃ

- ইমেইল মার্কেটিং করতে বিশেষ কোন দক্ষতার প্রয়োজন হয় না ।
- ইমেইল মার্কেটিং করতে অতিরিক্ত কোন হার্ডওয়্যার প্রয়োজন হয় না ।
- স্বল্প সময়ে অধিক মানুষের কাছে একসাথে আপনার তথ্যের প্রচার করা যায় ।
- পন্য বা সেবার বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভবনার বেশি থাকে । কারণ একটি ওয়েবসাইটে একজন ব্যবহারকারি এক সপ্তাহে যতবার না ভিজিট করে তার চেয়ে ইমেইল বেশি ইনবক্স চেক করে ।
- ক্লাইয়িন্ট এর ইমেইল লিষ্ট তৈরী করে দেওয়ার সাথে সাথে দিন দিন নিজের পন্য বা সেবার বিক্রয়ের বা এফিলিয়েশনের জন্য বিশাল ইমেইল লিষ্ট তৈরী হতে থাকে ।

ইমেইল মার্কেটিং শিখে আপনি কিভাবে আয় করতে পারেন?

আপনি কত টাকা আয় করতে পারবেন তা সম্পূর্ণ আপনার উপর ডিপেন্ট করবে । তারপরও যদি বলতে হয় মাসে ৫০ হাজার থেকে ৩ লাখ বা তার চেয়েও বেশী ইনকাম করতে পারেন। তবে অনেক বেশি দক্ষ ও পরিশ্রমী হতে হবে ।

পিএসডি ইমেইল টেমপ্লেট, এইচটিএমএল ও সিএসএস দিয়ে ইমেইল টেমপ্লেট, পিএসডি টু এইচটিএমএল কনভার্ট করে ইমেইল টেমপ্লেট ইত্যাদি বিভিন্ন মার্কেটপ্লেস যেমন ওডেস্ক, ইলেন্স, ফ্যাইবার ইত্যাদি থেকে ইনকাম করতে পারেন। এছাড়াও বিভিন্ন ইমেইল টেমপ্লেট বিক্রির ওয়েবসাইটে আপনার ইমেইল টেমপ্লেট জমা দিয়েও ইনকাম করতে পারেন।

আপনি যদি ইংলিশে ভাল লিখতে পারেন তাহলে বিভিন্ন ই-কমার্স ওয়েবসাইটের পণের ইমেইল নিউজলেটার লিখেও প্রচুর ইনকাম করতে পারবেন। মার্কেটপ্লেস গুলোতে এর চাহিদা অনেক বেশি।

www.pookbd.info

বিভিন্ন niches বা বিষয়ের এর উপর ইমেইল লিষ্ট তৈরী করে, তা বিক্রি করে দিয়েও ইনকাম করতে পারবেন। মার্কেটপ্লেস গুলিতে ক্লাইয়িন্ট এর ইমেইল লিষ্ট তৈরী করে দেওয়ার সাথে সাথে দিন দিন বিশাল ইমেইল লিষ্ট তৈরী হতে থাকবে যা আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে।

মার্কেটপ্লেস গুলিতে সবচেয়ে বেশী ইনকাম করতে পারবেন ইমেইল সেন্ডিং এর কাজ করে । ইমেইল সেন্ড, লিস্ট ক্লিনিং, ইমেইল সার্ভার সেটআপ, email Campaign সেটআপ, অটো স্পন্ডার সেটআপ ইত্যাদি কাজ করে আয় করতে পারেন ।

তারচেয়েও বেশী আয় করতে পারেন ইমেইল মার্কেটার অ্যাডভাইজার হিসাবে । কোন কোম্পানির ইমেইল মার্কেটিং টিমের সকল কাজগুলো কখন ও কিভাবে হবে তা নির্ধারণ, সংযোজন-বিয়যোজন, নির্দেশ ইত্যাদি পরামর্শ দেওয়া। মানে ইমেইল লিস্ট, রাইটিং, টেমপ্লেট থেকে শুরু করে Campaign সেটআপ ও তার ফলাফল পর্যন্ত দিক নির্দেশনা প্রদান করে আয় করতে পারেন মোটা অংকের ইনকাম।

অ্যাফিলিয়েট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমাজন, ক্লিকবাংক ইত্যাদিতে জড়িত হয়ে তাদের পণ্য বা সেবা বিক্রির জন্য ইমেইল মার্কেটিং করে আয় করতে পারেন । অ্যাফিলিয়েশনের মাধ্যমে আয়ের পরিমান হিসেব করে বলা কষ্টসাধ্য। অ্যাফিলিয়েশন করে মাসে আয় করা যায় ১০০ ডলার থেকে আনলিমিটেড ডলার ।

এছাড়াও ইমেইল মার্কেটিং জানা থাকলে আরো অনেকগুলো ক্ষেত্রেই কাজ করতে পারেন । যেমন, আপনি আপনার নিজের কোন পণ্য বিক্রি বা সার্ভিস প্রদানের জন্য ইমেইল মার্কেটিং করে অনেক মোটা অংকের টাকা আয় করতে পারেন ।

ইমেইল মার্কেটিং সফলভাবে শেখার একটা পূর্ণাঙ্গ রোডমাপ

১। আপনাকে প্রথমে একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে যে আপনি ইমেইল মার্কেটিং শিখবেন কি না। কারন আজ ইমেইল মার্কেটিং বা এসইও, কাল প্রোগ্রামিং পরশু মোবাইল আপস তৈরি তার পরদিন আরেকটা বিষয় এভাবে করলে কোন দিনই কোন কিছু ভালভাবে শিখতে পারবেন না। সুতরাং যে কোন একটা বিষয়ে ফোকাস দিন তাহলে সফল ভাবে শিখে আয় করতে পারেন ।

২। কোন কিছু শেখার আগে আপনাকে একটি প্লান করতে হবে । কারন পরিকল্পনা সারা কাজ করলে বেশী দূর আগাতে পারবেন না । প্লান করার সময় চিন্তা করবেন যে, কোন কাজটি আপনি করতে চান ইমেইল টেমপ্লেট ডিজাইন, রাইটিং, লিস্ট বিল্ডিং, ইমেইল সেন্ডিং না ইমেইল মার্কেটার অ্যাডভাইজিং তা আগে ঠিক করুন এবং কাজটি শেখার জন্য কতটুকু সময় দিতে পারবেন তা হিসাব করে পরিকল্পনা তৈরি করুন ।

ইতিমধ্যে জনপ্রিয় বাংলা ব্লগ জেনেসিসব্লগয়ে ইমেইল মার্কেটিংয়ের উপর ধারাবাহিক লেখা পোস্ট করেছি। সেগুলো দেখলেই ইমেইল মার্কেটিং পূর্ণাংগভাবে শিখা সম্ভব হবে। সেখানে প্রতিটি পর্বের সাথে ভিডিও টিউটোরিয়ালও দেওয়া রয়েছে। শিখার জন্য লিংক দিয়ে দিচ্ছিঃ http://genesisblogs.com/author/tutodipu

www.bookbd.info

ইমেইল মার্কেটিং এর মত সহজ কাজটি দিয়ে আউটসোর্সিং ক্যারিয়ার শুরু করতে পারেন। ভবিষ্যতে অনেক ভাল কিছু করা সম্ভব হবে। সফল আউটসোর্সিং ক্যারিয়ার গড়া সহজ হবে।

ইমেইল মার্কেটিং

আমি মোঃ রফিকুল ইসলাম (রফিক) সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে চাকরীর পাশাপাশি প্রফেশন হিসেবে বেছে নিয়েছি ফ্রিল্যান্সিং ক্ষেত্রটিকে। আর ফ্রিল্যান্সিং এ অনেক গুল কাজের মধ্যে অন্যতম একটি কাজ হল ইমেইল মার্কেটিং। তাই ইমেইল মার্কেটিং সম্পরকে কিছু কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম।

ইমেইল মার্কেটিং কি?

"ইমেইল মার্কেটিং" হল ইমেইল আদান-প্রদান এর মাধ্যমে কোন পণ্য বা সেবার বিপণন ব্যবস্থা। তার মানে, ইমেইল মার্কেটিং বা সরাসরি বিপণন ব্যবস্থা হল মার্কেটিং-এর এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সরাসরি কাস্টমারের ইমেইলে কোন কোম্পানির পণ্য বা সেবার বিবরণ সহ পণ্য সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যাবলী প্রেরণ করা। যার ফলে কোম্পানির একদিকে যেমন বাড়ছে বিক্রয়ের পরিমাণ, তেমনি সম্প্রসারিত হচ্ছে তাদের সুনামও খ্যাতি। এছাড়া ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস গুলোতেও দিনদিন বাড়ছে ইমেইল মার্কেটিং-এর কাজ। মার্কেটপ্লেস গুলোর তথ্যানুযায়ী, ইমেইল মার্কেটিং এ একজন ফ্রিলান্সার মাসে আয় করছে লাখ টাকা ও বেশী। শুধুমাত্র আমেরিকাতে ২০১১ সালে ১.৫১ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয় ইমেইল মার্কেটিং এরজন্য, যেটা বর্তমানে ২.৪৮ বিলিয়ন ডলারে পৌছেছে। আরেকটি মজার তথ্য আছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে যত বিক্রি হয় তার ২৪ শতাংশই ইমেইল মার্কেটিং এর মাধ্যমে। আর তাই আপনার ক্যারিয়ার হিসাবে "ইমেইল মার্কেটিং" হতে পারে Best Choice ।

ক্যারিয়ার গড়ুন ইমেইল মার্কেটিংয়ে

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করার জন্য ইমেইল মার্কেটিং অনেক মার্কেটারের কাছে জনপ্রিয় পদ্ধতি। শুধুমাত্র ইমেইল মার্কেটিং রপ্ত করে বিভিন্ন অ্যাফেলিয়েট নেটওয়ার্ক থেকে (যেমন: Clickbank, Commission Junction, Plimus, One Network Direct) অ্যাফিলিয়েশনের প্রোডাক্ট সংগ্রহ করে ইমেইল মার্কেটিং-এর মাধ্যমে ক্যাম্পেইন করে প্রতি মাসে ৫০০ ডলার থেকে শুরু করে ২০ হাজার ডলার বা তারও বেশি আয় করছে অনেক মার্কেটার।

মজার ব্যাপার হল, ইমেইল মার্কেটিং এরমত এই শক্তি শালী টুলসের ব্যবহার জানা অত্যন্ত সহজ এবং স্বল্পমেধা সাপেক্ষ। যেকেউ ঘরে বসেই ইমেইল মার্কেটিং এর সব কাজ করতে পারেন, এর জন্য আলাদা কোন অফিস নেওয়ার প্রয়োজন নেই। নেই কোন অতিরিক্ত হার্ডওয়্যার কেনার ঝামেলাও।

একজন ইমেইল মার্কেটার ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে দু'ভাবে কাজ করতে পারে। ১. ঘন্টা হিসেবে এবং ২. নির্ধারিত মূল্যে। আর এখানে পার্ট টাইম এবং ফুল টাইম কাজ করারও সুযোগ আছে। দক্ষ ইমেইল মার্কেটার হতে পারলে কাজের অভাব নেই। অনলাইন মার্কেটপ্লেসে সাধারণত ইমেইল মার্কেটিং এর যে কাজ গুলো পাওয়া যায় তার

www.noorbd.info

মধ্যে টেমপ্লেট ডিজাইনিং, ইমেইল নিউজলেটার তৈরি, ইমেইল প্লাটফর্ম মেইনটেইনেন্স, সাপ্তাহিক বা মাসিক নিউজলেটার পাঠানো, বিজনেস প্রোপোজাল লেটার ডিজাইন ও ইমেইল কনটেন্ট রাইটিং উল্লেখযোগ্য।

একজন ফ্রিল্যান্স ইমেইল মার্কেটারের আয়

ইমেইল মার্কেটিং এর পরিধি ব্যাপক। অ্যাফিলিয়েশন থেকে শুরু করে নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানে সার্ভিস প্রদান করে এবং ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে কাজ করে হাজার হাজার ডলার আয় করছে অনেক ইমেইল মার্কেটার। এই ক্ষেত্রটিতে সৃজনশীল তরুণ-তরুণী রা খুব দ্রুত ভালো কিছু করতে পারে। ইমেইল মার্কেটিং কে ক্রিয়েটিভ সেক্টরও বলা চলে। আপনি আপনার ক্রেতাদের কাছে পণ্যকে কিভাবে উপস্থাপন করবেন, তা নিতান্তই আপনার উপর। তবে আপনি যত সৃজনশীল উপায়ে পণ্যকে উপস্থাপন করতে পারবেন আপনার বিক্রি ও তত বেশি হবে।

বর্তমানে ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস ওডেস্কে যত কাজ রয়েছে তার ১৫ শতাংশই ইমেইল মার্কেটিং এর কাজ। ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসে সাধারণত ইমেইল মার্কেটিংয়ের কাজে প্রতি ঘন্টায় ৮ থেকে ১০ ডলার পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে নতুনরা ৪ থেকে ৫ ডলার পেয়ে থাকে। এছাড়াও নির্ধারিত মূল্যে কাষ্টম ইমেইল টেমপ্লেট ডিজাইনিং ও বাল্ক মেইল পাঠানোর কাজ রয়েছে। সর্ব সাকুল্যে একজন সাধারণ ইমেইল মার্কেটার মাসিক ৩০ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ টাকা আয় করতে পারে।

কেন অন্যান্য মার্কেটিং থেকে ইমেইল মার্কেটিং বেশী শক্তিশালী

বর্তমানে ইন্টারনেট মার্কেটিং এ সব চেয়ে বড় হাতিয়ার হল ইমেইল মার্কেটিং। কারন, অল্প সময়ে অধিক কার্যকরী ফলাফলের জন্য ইমেইল মার্কেটিং এর বিকল্প নাই। ইমেইল মার্কেটিং কেক্রিয়েটিভ কাজ হিসাবে ও ধরা যেতে পারে। কিভাবে আপনি আপনার ক্রেতাদের কাছে পণ্যটিকে উপস্থাপন করবেন, তা নিতান্ড়ই আপনার উপর নির্ভর করে। তাই আপনি যত সৃজনশীল উপায়ে পণ্যকে উপস্থাপন করতে পারবেন আপনার পন্যের বিক্রি ও তত বেশি হবে।

www.bookbd.info

ইমেইল মার্কেটিং এর সুবিধা সমূহ

১। অল্প খরচ: অন্যান্য মার্কেটিং যেমন নিউজপেপার, টিভি চ্যানেল ইত্যাদি থেকে ইমেইল মার্কেটিং এর খরচ খুবই কম। যেমন, 1000 মেইল পাঠতে মাত্র এক থেকে দেড় ডলার খরচ হয়। এই জন্য বেশী ভাগ মানুষের পছন্দ ইমেইল মার্কেটিং।

২। অল্প সময়: বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটিং পদ্ধতির যেমন seo, smm ইত্যাদি করে কোন কিছুর প্রচার করাতে অনেক সময় ব্যয় হয়। আর ইমেইল মার্কেটিং করতে অনেক কম সময় দ্রুত ফলাফল পাওয়া যায়।

৩। সহজ ব্যবহার বিধি: ইমেইল পেরণ বা গ্রহন করার জন্য বেশী কিছু দক্ষতার প্রয়োজন হয় না তাই এই পদ্ধতি যে কেউ সহজে ব্যবহার করতে পারে।

৪। বিক্রয় বৃদ্ধি: অল্প সময়ে বেশী প্রচারের ফল শুতিতে পন্যের বিক্রির পরিমান বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কারন, যত বেশী প্রচার তত বেশী বিক্রয়। আর বেশী প্রচারে ওয়েবসাইট এর মত google penalty খাওয়ার ভয় নাই তবে কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে।

৫। গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া: আপনি যে পণ্য ও সেবা প্রদানের জন্য প্রচার চালাচ্ছেন তাতে গ্রাহকের কেমন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা অনুমান করা যায়। কারন, কোনো ব্যবসার সাফল্যের জন্য গ্রাহকের ফিডব্যাক হল একটি অমূল্য হাতিয়ার।

৬। টার্গেটেড গ্রাহক তৈরি: ইমেইল মার্কেটিং করে নির্দিষ্ট পন্যের নির্দিষ্ট গ্রাহক তৈরি করা যায়। এতে পন্যের বিক্রির পরিমান যেমন বৃদ্ধি, তেমনি সময় ও খরচ কমে যায়।

৭। আগ্রহ সৃষ্টি: একজন গল্পকার যেমন গল্পের মধ্যে পাঠককে ধরে রাখে, সেভাবে সুন্দর সুন্দর ছবি আর লিখা দ্বারা দৃষ্টি নন্দন মেইল তৈরী করে গ্রাহক কে আকৃষ্ট করে ধরে রাখা যায়।

৮। পরিশ্রম কম: যেহেতু সফটওয়্যার দ্বারা ইমেইল সেন্ড করতে হয় তাই অন্যান্য মার্কেটিং থেকে পরিশ্রম কম। শুধু একবার মেইল সেন্ডিং সেটআপ করলেই কাজ শেষ।

৯। নির্দিষ্ট সময়ে মার্কেটিং: বাংলাদেশি সময়ে যদি আমেরিকায় প্রচারনা চালানো তাহলে কোন লাভ নাই কারন, তখন তারা ঘুমে। তাই ইমেইল মার্কেটিং এ মেইল সেন্ডিং এর সময় নির্ধারণ করে রেখে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পন্যের প্রচারনা চালানো যায়।

১০। গ্রাহক হারানোর ভয় কম : অনলাইনে বিভিন্ন কেনাবেচার সাইট রয়েছে। যে গুলি থেকে গ্রাহক গণ বিভিন্ন পণ্য কিনে থাকে। যেমন clickbank.com ডিজিটাল প্রোডাক্ট এর জন্য একটি কেনা বেচার সাইট। কিন্তু সবাই কি প্রত্যেক দিনই clickbank এর সাইট ভিজিট করছেনা। তার মানে নতুন কোন প্রোডাক্ট আসলে যে ব্যক্তি ঐ সাইটে ভিজিট করছেনা সেতো ঐ প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে পারছি না এবং তারা একজন সম্ভাব্য ক্রেতা কে হারাতে পারে। সুতরাং clickbank যদি তাদের নতুন প্রোডাক্ট সম্পর্কে ইমেইল মার্কেটিং করে থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তি মেইলটি তার ইনবক্সে পেয়ে যাবে। ফলে সে প্রোডাক্টটি সম্পর্কে জানতে পারবে। যদি তার প্রোডাক্টটি পছন্দ হয় তাহলে সে এটি কেনার ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারে এবং প্রোডাক্ট বিক্রি হওয়ার সম্ভাব্য তা বেড়ে যাবে। সুতরাং ইমেইল মার্কেটিং এর গুরুত্ব কত খানি সেটি এ উদাহরণ থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

বিভিন্ন মার্কেটপ্লেস এ প্রত্যেক দিন ইমেইল মার্কেটিং এর অসংখ্য কাজ জমা হচ্ছে। আপনি ও ভালভাবে কাজটি শিখে নিয়ে শুরু করতে পারেন ইমেইল মার্কেটিং এ ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার।

www.bookbd.info

ইমেইল মার্কেটিং শিখে আয় করতে পারবেন যেই কয়টি উপায়ে

১। পিএসডি ইমেইল টেম্পলেট তৈরি করে আয়।

আপনি যদি দৃষ্টি নন্দন ইমেইল টেম্পলেট তৈরি করতে পারেন, তাহলে বিভিন্ন মার্কেট প্লেস থেকে মাসে গড়ে ৪০০-৬০০ ডলার আয় করতে পারবেন।

২। এইচটিএমএল ইমেইল টেম্পলেট তৈরি করে আয়।

যদি আপনি এইচটিএমএল দিয়ে ইমেইল টেম্পলেট এবং পিএসডি টু এইচটিএমএল ইমেইল টেম্পলেট তৈরি করতে পারেন, তাহলে বিভিন্ন মার্কেট প্লেস থেকে মাসে গড়ে ৫০০-১০০০ ডলার আয় করতে পারবেন।

৩। ইমেইল কনটেন্ট রাইটার হিসেবে আয়।

রাইটারদের চাহিদা মার্কেটপ্লেসে অনেক বেশি। আপনি যদি ইংলিশে ভাললিখতে পারেন তাহলে ইমেইল কনটেন্ট রাইটার হিসাবে কাজ করলে আপনি মাসে গড়ে ২০০-৫০০ ডলার আয় করতে পারবেন।

৪। ইমেইল লিস্ট বিল্ডিং করে আয়।

ক্লাইয়িন্ট এর জন্য বিভিন্ন niches এর উপর ইমেইল লিষ্ট তৈরী করে দেওয়ার মাধ্যমে আপনি মাসে গড়ে ১০০-৩০০ ডলার আয় করতে পারবেন। এছাড়া, ক্লাইয়িন্ট এর ইমেইল লিষ্ট তৈরী করে দেওয়ার সাথে সাথে দিনদিন নিজের পন্য বা সেবার বিক্রয়ের বা এফিলিয়েশনের জন্য বিশাল ইমেইল লিষ্ট তৈরী হতে থাকে। বলতে গেলে এক ঢিলে দুই পাখি।

৫। অ্যাফিলিয়েশনের মাধ্যমে আয়।

অ্যাফিলিইয়েট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান clickbank, clicksure ইত্যাদিতে জড়িত হয়ে তাদের পণ্য বা সেবা বিক্রির জন্য ইমেইল মার্কেটিং করে আয় করতে পারেন। অ্যাফিলিয়েশনের মাধ্যমে আয়ের পরিমান হিসেব করে বলা কষ্ট সাধ্য। অ্যাফিলিয়েশন করে মাসে আয় করা যায় ৫০০ ডলার থেকে আনলিমিটেড।

উপরের ৫টি কর্মক্ষেত্রে আপনি কাজ করতে পারবেন, শুধুমাত্র "ইমেইল মার্কেটিং" ভাল ভাবে জানা থাকলে। এখানে শুধুমাত্র প্রধান ৫টি কর্মক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আরো অনেক গুলো ক্ষেত্রেই কাজ করতে পারবেন ইমেইল মার্কেটিং জানা থাকলে। সুতরাং ইমেইল মার্কেটিং ভাল ভাবে শিখুন, যাতে করে আপনার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার অনেক উজ্জ্বল হবে।

www.bookbd.info

Quick & Easy Way

Your Professional Trainer...

নিজে নিজে বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করুন

অ্যাডভান্স মাইক্রোসফট এক্সেল-২০১৩

এক্সেল বেসিক
ডেটা এন্ট্রি ফর্ম তৈরি
এক্সেল প্রোগ্রাম কাস্টোমাইজেশন
ফর্মুলা এবং ফাংশন
চার্ট এবং গ্রাফিক্স
ম্যাক্রো এবং ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট

রচনা ও সম্পাদনা ঃ
বুকবিডি

More Than Just a Book

১০ টি বাস্তবধর্মী প্রোজেক্ট

বর্তমান টেকনোলজির যুগে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজ যেমন ব্যক্তিগত ডকুমেন্ট ব্যবসায়িক হিসাব,পরিসখ্যান এবং লজিক্যাল সবই এক্সেল ব্যাবহার করে তৈরি করা সম্ভব তাই খুব সহজে নিজে নিজে এক্সেল শিখার জন্য বুকবিডি সিরিজের এই বইটি ।

With DVD

Download

Latest Version, 2013, 2010, 2007 www.bookbd.info

অধ্যায়-২ অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ----------
২.১ অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কী? ----------
২.২ কেন আমরা অ্যামাজন এর মাধ্যমে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করবো? ----------
২.৩ অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং মডেল। ----------
২.৪ নিস (Niche) কী? ----------
২.৫ কিভাবে নিস Dig Down করবো? ----------
২.৬ Profitable নিস বাছাই। ----------
২.৭ কিভাবে আমরা অ্যামাজন এর প্রোডাক্ট প্রোমোট করবো? ----------
২.৮ কেন আমরা নিস (Niche) ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করবো? ----------
২.৯ অ্যামাজন প্রোডাক্ট সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া। ----------

www.bookbd.info

২.১ অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কী?

অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হল অ্যামাজন ডট কম এর পন্য বিপনন এর কমিশন ভিত্তিক মাধ্যম। এখানে আমাদের আয়ের একটি বিশাল সুযোগ রয়েছে। প্রতিদিন এখানে প্রচুর পরিমানে সেল হয়। এখানে আমি যদি কোন প্রোডাক্ট সেল করতে পারি তাহলে অ্যামাজন আমাকে সেই সেল এর উপর কমিশন দিবে। অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর এই কমিশন সর্বনিম্ন ৪%-১০% পর্যন্ত হয়।

চিত্র ২.১.১ (অ্যামাজন অ্যাসোসিয়েট)

২.২ কেন আমরা অ্যামাজন এর মাধ্যমে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করবো?

অ্যামাজন ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট এর ক্ষেত্রে খুবই জনপ্রিয়। কিছু বিশেষ কারনে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম আমাদের দেশের মার্কেটারদেও জন্য অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শুরু করার জন্য আদর্শ। সেগুলো হল:

১. প্রতিদিন প্রচুর পরিমান প্রোডাক্ট সেল হয়
২. প্রায় ১০ লক্ষ ব্যবসায়ী এখানে কাজ করেন
৩. প্রায় ৩০ কোটি ইউজার আছে এই সাইটে
৪. ২০১৪ সালে প্রায় ২১০ কোটি প্রোডাক্ট সেল হয়েছে
৫. প্রায় সব ধরনের প্রোডাক্ট এর ই Exact Match Keyword পাওয়া যায়

তবে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যদি কোন ভিজিটর আপনার লিংক ধরে অ্যামাজন এ যায় এবং প্রোডাক্ট না ক্রয় করে চলে আসে এবং ঐ ভিজিটর যদি পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোন প্রোডাক্ট ক্রয় করে তাহলেও সেই প্রোডাক্ট এর কমিশন পাওয়া যাবে।

২.৩ অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং মডেল

অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর জন্য আমাদের করতে হবে সেটি হল অ্যামাজন এর নির্দিষ্ট কোন ক্যাটেগরির প্রোডাক্ট আমরা ইন্টারনেট এ প্রমোট করবো। যখন আমাদের এই প্রমোট থেকে কোন সেল আসবে তখন আমরা সেই সেল অনুযায়ী কমিশন পাব। এখানে প্রোডাক্ট প্রমোট এর জন্য আমরা একটা ওয়েব সাইট তৈরি করবো

যেখানে আমরা আমাদের অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট লিংক রাখবো এবং সেখানে আমরা ট্রাফিক পাঠাবো। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ট্রাফিক এমনিতেই আমাদের সাইটে আসবে না। ট্রাফিক আনার জন্য আমাদের সাইট - এ SEO করতে হবে। এরপর আপনার সাইটে যখন ট্রাফিক আসা শুরু করবে তখন যদি কেউ আপনার ঐ অ্যাফিলিয়েট লিংক এর মাধ্যমে কোন প্রোডাক্ট ক্রয় করে তাহলে আপনি ৪% থেকে ১০% কমিশন পাবেন। এটিই হল আমাদের অ্যাফিলিয়েট বিজনেস মডেল।

চিত্র ২.৩.১ (অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং মডেল)

২.৪ নিস (Niche) কী?

নিস কে আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি যাহা আমাদের স্পাসিফিক প্রয়োজন মেটায় তাহাই নিস। প্রোডাক্ট প্রমোশন সব চেয়ে ভাল পদ্ধতি হল Niche Website এর তৈরি করা। একটি উদাহরন এর মাধ্যমে বিষয়টি বর্ণনা করা যাক Road Bikes নিয়ে আপনি কাজ করবেন। আপনার নিস হল Road Bikes। এখন আপনার নিস এর জন্য অনেক সাব নিসও থাকতে পারে। অপর দিকে Best Road Bikes এটি আপনার নিস নয়। আবার Mountain Bikes এটি আপনার নিস হতে পারে।

অন্য ভাবে বলা যায় একটি কুলুঙ্গি বাজারের একটি নির্দিষ্ট পণ্য কেন্দ্রীভূত হয় যা বাজারের উপসেট। বাজারে কুলুঙ্গি সন্তোষজনক বাজারে নির্দিষ্ট চাহিদা এবং দাম পরিসীমা, একটি প্রভাব আছে দেয়ার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে যে উৎপাদন ও জনসংখ্যার মানের পণ্য বৈশিষ্ট্য সংজ্ঞায়িত করে।

২.৫ কিভাবে নিস Dig Down করবো?

নিস Dig Down হল স্টেপ বাই স্টেপ Last ক্যাটেগরিতে যাওয়া। আমরা যেহেতু অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর জন্য স্পাসিফিক ক্যাটেগরির স্পাসিফিক প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করবো তাই আমাদেরকে একটি স্পাসিফিক ক্যাটেগরি খুজে বের করতে হবে। আর আমরা এই স্পাসিফিক ক্যাটেগরি খুজে বের করার জন্য নিস Dig Down করবো। চলুন দেখা যাক কিভাবে নিস Dig Down হয়:

নিস Dig Down করার জন্য প্রথমে www.amazon.com এ গিয়ে Shop by Department এর উপর কার্সর রাখলেই একটি ড্রপ-ডাউন মেনু ওপেন হবে সেখান থেকে Full Store Directory তে ক্লিক করুন।

চিত্র ২.৫.১ (Full Store Directory বের করা)

এরপর নিচের মত একটি পেজ আসবে। এটি হল অ্যামাজন এর All Category। এখান থেকে আপনার পছন্দ অনুযায়ী একটি Category তে প্রবেশ করুন। আমি এখান থেকে Home এ ক্লিক করছি।

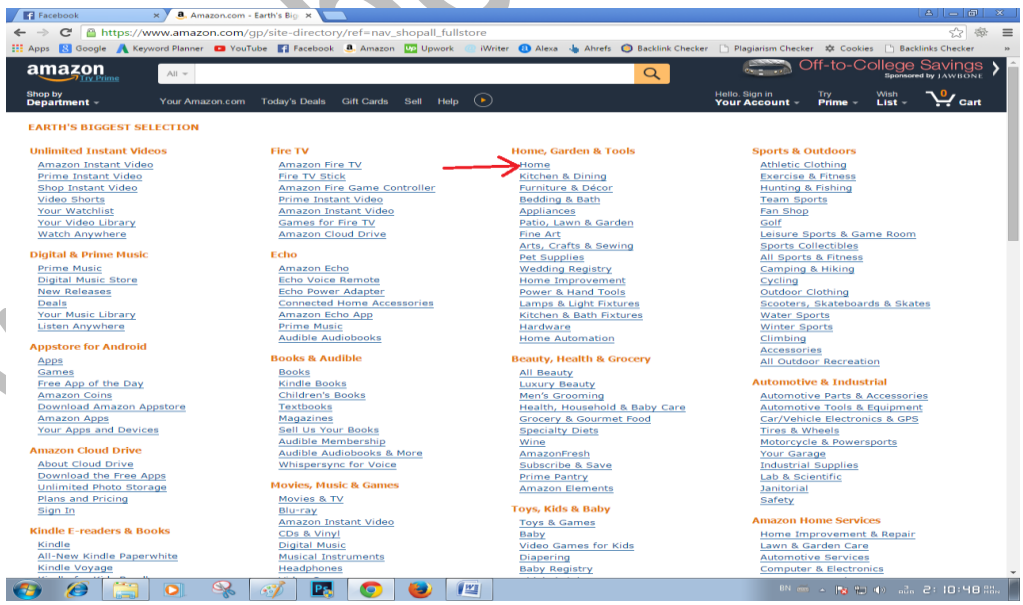

চিত্র ২.৫.২ (Full Store Directory)

তারপর বাম পাশে লক্ষ করুন Home এর অনেক গুলো Category ওপেন হয়েছে।

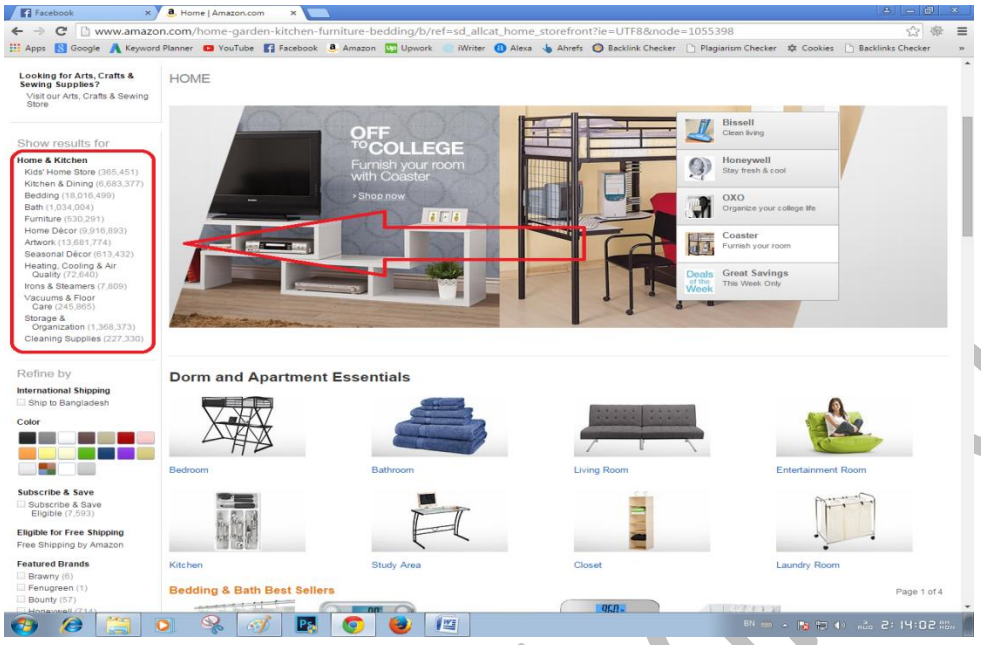

চিত্র ২.৫.৩ (নির্দিষ্ট ক্যাটেগরি)

এরপর আপনি এখান থেকে যে ক্যাটেগরির প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে চান সেই ক্যাটেগরিতে ক্লিক করুন। এখান থেকে আমি Vacuums & Floor Care এ ক্লিক করছি।

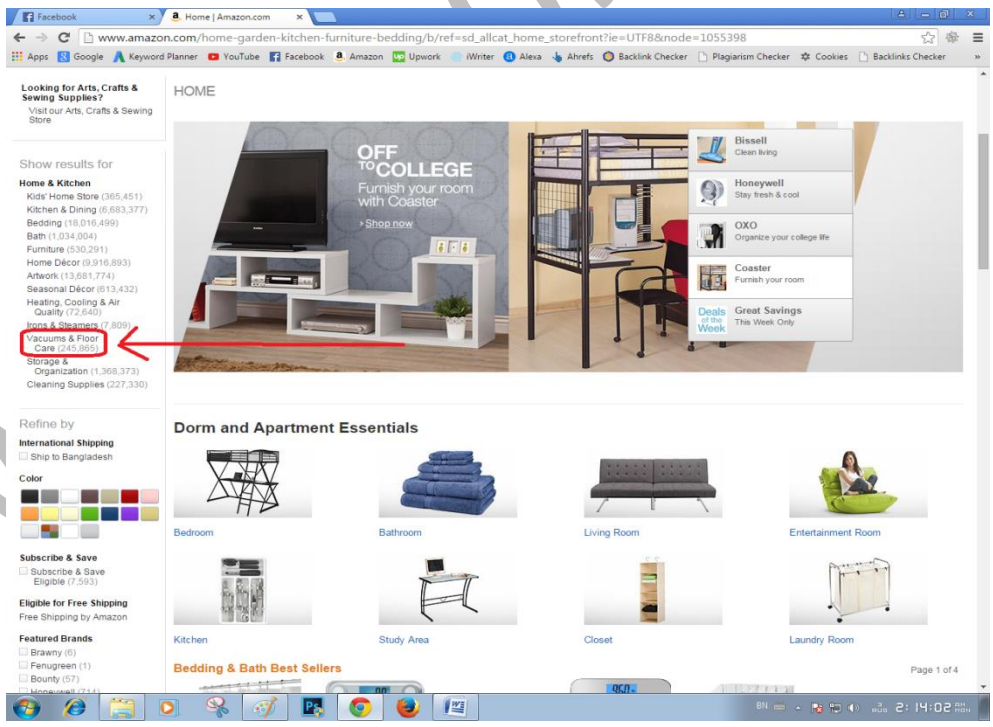

চিত্র: ২.৫.৪ (নির্দিষ্ট ক্যাটেগরির প্রোডাক্ট)

তারপর নিচের মত একটি পেজ আসবে এখানে লক্ষ করুন Vacuums Cleaner এর টাইপস গুলো এসেছে। এখানে Vacuums Cleaner হল আপনাদের নিস এবং তারপর যে টাইপস গুলো আছে সেগুলো হল সাব নিস। আপনারা চাইলে সাব নিস নিয়েও কাজ করতে পারেন।

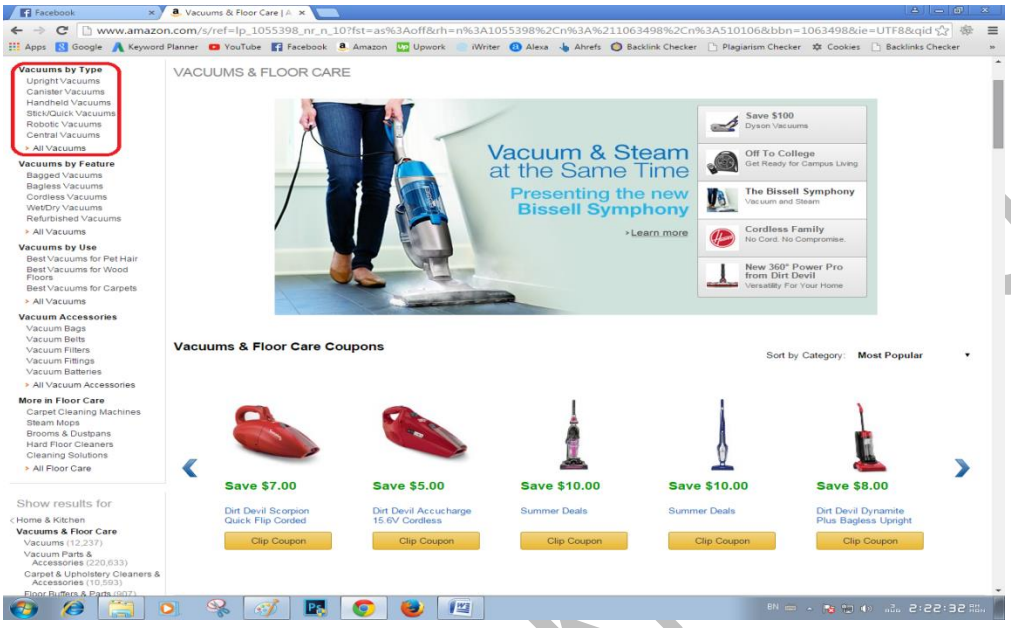

চিত্র: ২.৫.৫ (নির্দিষ্ট সাব ক্যাটেগরির প্রোডাক্ট)

এভাবে আপনাদেরকে step by step নিস Dig Down করে আপনারা আপনাদের নিস বের করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন যত বেশি Dig Down করবেন তত বেশি আপনার জন্য ভাল। কারণ স্পাসিফিক প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করলে কম্পিটিশন অনেকটাই কমে যায়। এভাবে আপনারা নিস Dig Down করে আপনাদের নিস খুজে পেতে পারেন।

২.৬ **Profitable** নিস বাছাই।

Profitable নিস বাছাই এর জন্য আমরা ছোট একটা সূত্রের মাধ্যমে খুব সহজেই নির্ণয় করতে সূত্রটি হল:

SV x SERP CR = Visitor x CR = Sale x PAP C/P = Total Profit

Abbreviation:

SV = Search Volume

Search Volume হল আপনার কী-ওয়ার্ড টি মানুষ প্রতি মাসে কত বার সার্চ করে।

SERP = Search Engine Result Page

Search Engine Result Page হল আপনার ওয়েব সাইটটি Google Result এর প্রথম ১ থেকে ১০ এর মধ্যে কত তম স্থান এ আছে।

SERP CR = Search Engine Result Page Conversion Rate

আপনার কী-ওয়ার্ড এর যে সার্চ ভলিউম আছে তার সব গুলোই তো আর আপনি পাবেন না। এখান থেকে আপনি যে Visitor গুলো পাবেন সেগুলোই হল Search Engine Result Page Conversion Rate.
সাধারণত যে পেজ গুলো ১ থেকে ৩ এর মাঝে থাকে তারা 40% Visitor পায়।
আবারা যারা ৪ থেকে ৬ এর মাঝে থাকে তারা 20% Visitor পায়।
এবং সব শেষে যে থাকে অর্থাৎ ১০ এ যে থাকে সে 8% Visitor পায়।

CR = Conversion Rate

Conversion Rate হল **আপনি যে পরিমান** Visitor পাবেন তার মধ্য থেকে কত জন Visitor আপনার প্রোডাক্ট ক্রয় করবে। এটি সাধারণত ২% থেকে ৩% এর মত হয়ে থাকে।

PAP = Product Average Price

C/P = Commission/Profit

PAP C/P হল Product Average Price এবং এর Commission । এখানে Product Average Price 100 Dollar হলে Commission হবে 6 Dollar.

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বর্ণনা করা যাক। মনে করি আমার কী-ওয়ার্ড এর Search Volume হল 6000 এবং আনপর Search Engine Result Page হল 3 তাহলে আপনার Search Engine Result Page Conversion Rate হবে .4 অর্থাৎ 40%। এর পর আমরা 2400 Total Visitor পাব। এর সাথে আমরা 2% Conversion Rate গুন করবো। তারপর আমরা আমাদের কত গুলো সেল হবে সেটি পাব। এর সাথে প্রোডাক্ট এর Product Average Price এর Commission গুন করলেই আমরা আমাদের Total Profit পাব। নিচে চিত্রটি লক্ষ করুণ:

Key Word	SV	X	SERP CR	=	Visitor	X	CR	=	Sale	X	PAP C/A	=	Profit
small food processor	6,000	X	0.4	=	2400	X	0.02	=	48	X	1.6	=	76.8

২.৭ কিভাবে আমরা অ্যামাজন এর প্রোডাক্ট প্রোমোট করবো?

অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর জন্য প্রথমেই আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে কিভাবে আমরা অ্যামাজন এর প্রোডাক্ট প্রোমোট করবো। আমরা অ্যামাজন এর প্রোডাক্ট কয়েক ভাবে প্রোমোট করতে পারি যেমন:

১. Landing Page তৈরির মাধ্যমে
২. Blog এর মাধ্যমে
৩. Direct Prompt এর মাধ্যমে
৪. Niche Website এর মাধ্যমে

www.bookbd.info

আমাদের জন্য সব চেয়ে সহজ পদ্ধতি হল Niche Website এর মাধ্যমে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করা। আমরা প্রথমে একটি নিস Website বানাবো এবং তারপর ঐ Website এ আমাদের প্রোডাক্ট প্রোমোট করবো।

২.৮ কেন আমরা নিস (Niche) ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করবো?

আমরা Amazon অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং niche website এর মাধ্যমে করব কারণ আমরা Amazon অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং চার ভাবে করতে পারি। যেমন:

১. Landing Page তৈরির মাধ্যমে
২. Blog এর মাধ্যমে
৩. Direct Prompt এর মাধ্যমে
৪. Niche Website এর মাধ্যমে

এখন আমরা যদি Landing Page তৈরির মাধ্যমে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করি তাহলে আমাদেরকে Cost Per Action (CPC), Pay Per Action (PPC), Cost Per Mille (PPM) ইত্যাদি পদ্ধতিতে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতে হবে যেখানে আমাদের টাকা দিয়ে ট্রাফিক আনতে হবে। এখানে Search Engine Optimization এর মাধ্যমে ট্রাফিক আনা সম্ভব না কারণ Google এ Ranking করানোর জন্য যে Rules গুলো মেইন্টেন্যান্স করতে হয় সেটা Landing Page এর মাধ্যমে সম্ভব নয়। তবে এই পদ্ধতিতে লস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

আবার আমরা যদি Blog এর মাধ্যমে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করি তাহলে আমাদের Blog এ নিয়মিত কনটেন্ট লিখতে হবে। Blog সাইট এ ট্রাফিক আনতে হবে Search Engine Optimization এবং Social Media Marketing এর মাধ্যমে। তারপর সাইটটির ভাল রেপুটেশন এর পাশাপাশি ফ্যান তৈরি করতে হবে। মোট কথা এটা একটা বিশাল Business বলতে পারেন যেটা আমাদের পক্ষে করা অনেক কষ্টসাধ্য।

Direct Prompt এর মাধ্যমে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতে হলে আমাদের ইমেইল মার্কেটিং এর মাধ্যমে করতে হবে। ইমেইল মার্কেটিং এর জন্য আপনাকে Landing Page এর মাধ্যমে ইমেইল লিস্ট কালেক্ট করতে হবে। এখানে সার্চ বা অন্য কো মাধ্যমে ট্রফিক আনতে হয় না। এটার মাধ্যমে ট্রফিক এর কাছে সরাসরি লিংক পাঠানো হয়।

Niche Website এর মাধ্যমে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতে চাইলে আপনাকে একটা Niche site এর জন্য একটা Website বানাতে হবে এবং সেখানে Product Review লিখতে হবে। এখানে Search Engine Optimization এর মাধ্যমে ট্রাফিক আনতে হবে অর্থাৎ Google এ Ranking করতে হবে। তবে এখানে মূল বিষয় হল ট্রাফিক তাদের প্রয়োজন অনুসারে সার্চ করে আমাদের সাইটে আসবে। তাই আমরা Niche Website এর মাধ্যমে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করব।

২.৯ অ্যামাজন প্রোডাক্ট সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া

যখন কোন প্রোডাক্ট ক্যাটেগরি নিম্নোক্ত মেট্রিক্স গুলো অনুযায়ী হবে ঠিক তখনই আমরা কেবল উক্ত প্রোডাক্ট নিয়ে নিস সাইট তৈরি করবো।

www.bookbd.info

১. উক্ত ক্যাটেসরিতে যেসব পন্য রয়েছে সেগুলোর এভারেজ রিভিউ সংখ্যা ১০ এর বেশি হতে হবে। কোন ভাবেই এভারেজ রিভিউ সংখ্যা ১০ এর কম হলে সেই ক্যাটেসরি নিয়ে কাজ করা যাবে না। কারণ অনলাইনে যখন কেউ কোন প্রোডাক্ট কিনে তখনই সে রিভিউ দেয়ার সুযোগ পায়। সাধারণত ১০ এর কম রিভিউ থাকলে বোঝা যায় যে সেই প্রোডাক্ট কেউ কিনে না। আর যেসব প্রোডাক্ট কেউ কিনে না সেসব প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে আমরা কখনই প্রফিট করতে পারবো না তাই আমরা এভারেজ রিভিউ সংখ্যা ১০ এর কম হলে সেই ক্যাটেসরি নিয়ে কাজ করবো না।

অর্থাৎ এভারেজ রিভিউ ১০+

২. কোন নির্দিষ্ট ক্যাটেগরির প্রোডাক্ট এর মূল্য কেবল ১০০ থেকে ৫০০ ডলার এর মধ্যে হলেই সাধারণত আমরা সেই খ্যাটেগরির প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করবো।

প্রোডাক্ট প্রাইস ১০০ ডলার এর বেশি কারণ কোন প্রোডাক্ট এর প্রাইস যদি ১০০ ডলার হয় তাহলে আমরা সেখান থেকে ৬ থেকে ৭ ডলার কমিশন পাই, আর প্রাইস ৫০০ ডলার হলে ৩০ থেকে ৩৫ ডলার কমিশন পাওয়া যায়। সাধারণত কোন প্রডাক্ট প্রমোট করে যদি ৬ ডলার কমিশনই না পাই তাহলে সেটি কোন ভাবেই রিটার্ন ফ্রেন্ডলি হয় না। তাই আমরা ১০০ ডলার এর চেয়ে কম প্রাইস এর প্রোডাক্ট নিয়ে কখনই কাজ করবো না।

আবার ৫০০ ডলার এর চেয়ে বেশি প্রাইস এর প্রোডাক্ট নিয়েও কাজ করা উচিত হবে না কারণ সাধারণত খুব বড় বড় মার্কেটাররা একটু দামী প্রোডাক্ট প্রমোট করতে বেশি আগ্রহী থাকে এবং সেই সব প্রোডাক্ট গুলোর কি-ওয়ার্ডে প্রচুর ইনভেস্ট করে। সাধারণত মার্কেটাররা সেইসব মার্কেটে কাজ করতে খুব বেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। অল্প বাজেট আর অভিজ্ঞতা নিয়ে ইন্ডাস্ট্রি বিগ-ডিলদের সঙ্গে টিকে থাকা খুবই কষ্টকর।

আর একটি কারণও আছে সাধারণত কেউ যখন অনলাইনে প্রোডাক্ট কিনে তখন অবশ্যই বেশ রিসার্স করে তবেই প্রোডাক্টটি কিনে। প্রোডাক্ট এর মূল্য যত বেশি হয় রিসার্সও তত গভীর মনোযোগ সহকারে করে থাকে। তাই ক্ষেত্র বিশেষে সিদ্ধান্ত নিতে কয়েক দিন বা কয়েক সাপ্তাহ সময় নিয়ে থাকে। যেঞ্চেতু অ্যামাজন কেবল ২৪ ঘন্টা কুকি সেভ রাখে অর্থাৎ আপনার লিংক ধরে কেউ অ্যমাজনে গেলে তার ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি কোন প্রোডাক্ট কিনে তাহলে সেই কমিশন আপনি পাবেন কিন্তু যদি উক্ত ভিজিটর কয়েক দিন পর প্রোডাক্টটি কিনলেউ আপনি কোন কমিশন পাবেন না। তাই এই ধরনের মার্কেট থেকে দুরে থাকাটাই ভাল।

অর্থাৎ এভারেজ প্রাইস ১০০ থেকে ৫০০ ডলার।

তবে মনে রাখবেন যেসব প্রোডাক্ট কিছু দিন পর পর আপডেট হয় আমরা সেই সব প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করবো না।

www.boiRboi.info

QUICK & EASY WAY
Your Professional Trainer...
নিজে নিজে এসইও শিখুন
অ্যাডভান্স
সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
From Advance to Professional
রচনা ও সম্পাদনা
বুকবিডি সিরিজ...
SEO
কী-ওয়ার্ড অ্যানালাইসিস * সার্চ ইঞ্জিন সিক্রেট * এসইও টুলস * মেইল চিম্প
* গুগলের নতুন এসইও স্ট্র্যাটেজি * লিংক তৈরি * এসইও ট্রাবল শুটিং
কিভাবে সবচেয়ে বড় সার্চ ইঞ্জিনকে কন্ট্রোল করে বিশ্বের মাঝে আপনার ওয়েব সাইটকে বেশি পরিচিতি করা যায় এ পুরো বিষয়টি বইটি পড়ে খুব সহজে বুঝবেন। অল্প শিক্ষিত এবং টেকনিক্যাল পাঠক খুব সহজে এসইও শিখতে পারবেন।
ভিডিও টিউটোরিয়াল সহ
All Updated Tools & Techniques of SEO
ডাউনলোড
bookbd.info

অধ্যায়-৩ এসইও (SEO) ----------
৩.১ এসইও (SEO) কী? ----------
৩.২ এস ই ও এর বর্তমান অবস্থা ----------
৩.৩ এসইও এর গুরুত্ব ----------
৩.৪ এসইও এর প্রকারভেদ ----------
৩.৫ অন পেজ এসইও ----------
৩.৬ অফ পেজ এসইও ----------

www.bookbd.info

৩.১ এসইও (SEO) কী?

চিত্র ৩.১.১ (এস ই ও)

এসইও (SEO) এর সম্পূর্ণ অর্থ হল সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (Search Engine Optimization)। সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সার্চ ইঞ্জিন গুলো (যেমন গুগল, ইয়াহু এবং বিং) থেকে ওয়েবসাইটের জন্য টার্গেটেড ফ্রি ট্রাফিক বা ভিজিটর আনা যায়। সার্চ ইঞ্জিন থেকে ট্রাফিক পাওয়ার উপর একটা সাইটের সাফল্য নির্ভর করে, হতে পারে সাইটটি এডসেন্স কিংবা এফিলিয়েট মার্কেটিংকে টার্গেট করে কিংবা নিজস্ব পন্য বা সেবা বিক্রি করার জন্য। অনলাইনে সফল প্রায় সকল ওয়েবসাইটই এসইও এর মাধ্যমে অধিকাংশ ট্রাফিক পেয়ে থাকে। ওয়েব সাইটে যত বেশি ট্রাফিক আসবে সেখানে প্রোডাক্ট বিক্রয় কিংবা সেবা প্রদানের হার তথা আয় বাড়ার সম্ভাবনা তত বেশী।

সার্চ ইঞ্জিনগুলো সেসব ওয়েব সাইটকেই প্রথমে প্রদর্শন করে সেগুলোকে বিভিন্ন নীতিমালা অনুসরণ করে প্রথম দিকে রাখে। এক কথায় বলা যায়, সার্চ ইঞ্জিন যেভাবে একটি কনটেন্টকে দ্রুত খুঁজে পেতে পারে, সহজে পড়তে পারে এবং ইউজারের সার্চ অনুসারে সবার উপরে অর্থাৎ প্রথম পাতায় দেখাতে পারে সে ধরণের ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়াকেই সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বলা হয়।

৩.২ এস ই ও এর বর্তমান অবস্থা

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এ আধুনিকতার ছোয়া লাগা মাত্র পুরো ইন্টারনেট সিস্টেম এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ইন্টারনেট ব্যবহার করা আরো অনেক সহজ হয়। যে কোন কিছু সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করে খুজতে অনেক সহজ হয়। এসইও এর ফলে জীবন যাত্রা অনেক সহজ হয়ে গেছে। ধরুন আপনি কখনো কক্সবাজার যাননি তাই আপনি সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে জানেন না। তাই সেখানে কোথায় থাকবেন সেটিও জানেন না। কিন্তু সমস্যা নাই আপনি সার্চ ইঞ্জিনে যদি "Hotel in coxbazar" বা কক্সবাজার হোটেল সম্পর্কিত যে কোন কিছু সার্চ ইঞ্জিনে লিখে সার্চ করেন তাহলেই আপনি কক্সবাজার এর হোটেল সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানতে পারবেন। তাহলে নিজেই একটু চিন্তা করে দেখুন সার্চ ইঞ্জিন যদি না থাকত তাহলে হয়তোবা কক্সবাজারের হোটেল খোজার জন্য আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হতো। শুধুমাত্র কক্সবাজারের হোটেল নয় আপনার জীবনের প্রতিনিয়ত দরকারী জিনিস গুলো দিয়ে ও সার্চ করতে পারেন আর এসইও এর জন্য আপনি সার্চ ইঞ্জিন এর মাধ্যমে কাঙ্খিত জিনিসটি পাওয়া অনেক সহজ হয়ে গেছে।

www.bookbd.info

৩.৩ এসইও এর গুরুত্ব

সময়ের পেক্ষাপটে যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের মার্কেটিং ধারনা পাল্টাচ্ছে। ইন্টারনেট এর এ যুগে কোম্পানী গুলো নতুন নতুন মার্কেটিং পদ্ধতি খুজছে। এক্ষেত্রে কোম্পানী তাদের বিজ্ঞাপনের ধারাবাহিকতায় ইন্টারনেট মার্কেটিং (E-Marketing) এর দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর ই-মার্কেটিং এর জন্য কোম্পানী গুলোর নির্দিষ্ট পেজ Ranking এর একটি ওয়েব পেইজ বা ওয়েব সাইট দরকার হয়। আর তখনই এসইও কথাটি চলে আসে। আসলে মুল কথা হল এসইও এর উপর একটি সাইটের পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে আজ পুরো পৃথীবিতে বহু নামীদামি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলো ই-বিজনেস এ জড়িয়ে পড়ছে কেননা প্রত্যেকেই তার প্রতিষ্ঠান এর জন্য ইফেক্টিভ মার্কেটিং চায় এ কারনেই ই-মার্কেটিং দিতে পারে ব্যবসাকে প্রতিষ্ঠা লাভ।

এসইও হল একটি বিপনন কৌশল যার মাধ্যমে অর্থনীতিতে নতুন গ্রাহক বানানো যায়। এই কৌশল আপনার ওয়েব সাইটকে মার্কেটিং মেশিন বানিয়ে ফেলে এবং কৌশল হিসেবে এটি অনেক সাশ্রয়ী।
বাংলাদেশে দেরিতে শুরু হলেও বর্তমানে বাংলাদেশের বাজারে এসইও এর অনেক চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত অনেক ওয়েব সাইট তৈরি হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এক তালে। বাংলাদেশে যারা ব্যবসা করেন তাদের মধ্যে ইন্টারনেট সম্পর্কে সচেতন তারা তাদের ব্যবসার প্রচার এর জন্য এসইও কে বেছে নিচ্ছেন। এক কথায় তারা গুরুত্ব সহকারে তাদের ব্যবসার জন্য ই-মার্কেটিং করে যাচ্ছেন এবং ভাল ফলাফল ও পাচ্ছেন।

বাংলাদেশে যথেষ্ট এসইও এর উপর দক্ষ মানুষ আছে যদিও যথেষ্ট বইপত্র, রিসোর্স বা ম্যাটেরিয়াল আমাদের সমস্যা তারপরও আমাদের দেশে দক্ষ লোকজন এসইও করে যাচ্ছেন নিজের দেশের জন্য এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠান এর ওয়েব সাইটের জন্য ও এসইও করেন। বাংলাদেশে আইটি সেক্টর এর চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে আর এর চাহিদা পূরনের জন্য গড়ে উঠেছে অনেক আইটি প্রতিষ্ঠান। এ সকল ফার্মে অনেক চাকুরি করছেন এবং ফ্রিল্যাসিং করেও অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছেন। এতে একদিকে যেমন বেকার সমস্যা দুর হচ্ছে অন্যদিকে জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হচ্ছে ডলার। যেটা আমাদের জিডিপি তে ভাল রকমের প্রভাব ফেলে। সব মিলিয়ে এসইও সারা বিশ্বের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের নিকট যেমন গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় ঠিক মতন বাংলাদেশের এসইও এর প্রভাব অনেক ইতিবাচক। যার ফলে এসইও আমাদের সবার দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে।

৩.৪ এসইও এর প্রকারভেদ

এসইও এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করার সময় প্রথমে বলা যেতে পারে এসইও মূলত দুই প্রকার। যথাঃ

www.bookd.info

1. On Page Optimization
2. Off Page Optimization

অর্থাৎ এসইও করার সময় আপনি সর্ব প্রথম এই দুই ভাবে এসইও করতে পারেন।

চিত্র ৩.৪.১ (এস ই ও এর প্রকারভেদ)

৩.৫ অন পেজ এসইও

অন পেজ এসইও হল আপনার ওয়েব সাইট এর ভিতর এর কাজ গুলো বা সার্চ ইঞ্জিন আপনার ওয়েব সাইটকে কিভাবে খুজে পাবে সেটার প্রসেসকে অন পেজ এসইও বলে। অন পেজ এসইও বিষয়টি সবাসরি আপনার ওয়েব সাইটের কী-ওয়ার্ড এর সাথে সম্পর্কিত থাকে। এর ভিতরে ওয়েব সাইটের মেটা টাইটেল, মেটা ডিসিক্রিপসন, মেটা কী-ওয়ার্ড, হেডিং ট্যাগ, কী-ওয়ার্ড ডেসসিটি, সাইটম্যাপ, ইত্যাদি বিষয় গুলো জড়িত থাকে।

চিত্র ৩.৫.১ (অন পেজ এস ই ও)

অন পেজ এসইও (SEO) Factors?

1. Proper Post Title (H1 tags)
2. ALT Tags (Must use proper ALT tags with targeted keywords)
3. URL structure (One of the most important part in SEO, must contain your main keyword)

4. Meta Description Tag
5. Keyword Density
6. XML sitemap
7. Proper Content (Should be unique)
8. Internal Linking Strategy (Related articles must be properly interlinked within the website)
9. Proper HTML and CSS validation
10. Title Tags

৩.৬ অফ পেজ এসইও

অফ পেইজ অপটিমাইজেশন কে আমরা লিংক বিল্ডিং বলতে পারি। অর্থাৎ সার্চ ইঞ্জিনের প্রথমে কোন ওয়েব সাইটকে আনার জন্য ঐ ওয়েব সাইটের সাথে সম্পর্কিত অন্য ওয়েব সাইটের লিংক বা সংযুক্ত করারকে বলা হয় লিংক বিল্ডিং আর লিংক বিল্ডিং করার পূর্ণ প্রক্রিয়া হল অফ পেইজ আপটিমাইজেশন। এক কথায় বলা যায় অফ পেইজ অপটিমাইজেশন হল কোন ওয়েবসাইটের সেই সাইট সম্পর্কিত অন্য ওয়েব সাইটে তার প্রচার করা।

চিত্র ৩.৬.১ (অফ পেজ এস ই ও)

অফ পেজ এসইও এর প্রকার ভেদ

উপরে উল্লেখিত বিষয়াদি পড়ে আশা করি অফ পেইজ সম্পর্কে আপনাদের ভাল ধারনা হয়েছে। লিংক বিল্ডিং অনেক ভাবে করা যেতে পারে। যেমনঃ

1. Directory Submission
2. Article Submission
3. Forum Posting
4. Bookmarking

5. Social media marketing
6. Blog comments posting
7. Link wheel
8. Video marketing
9. Press
10. RSS Feed ইত্যাদি।

অফ পেইজ অপটিমাইজেশন কেন প্রয়োজন?

যে কোন ওয়েব সাইটের জন্য অন পেজ এর পাশাপাশি অফ পেইজ অপটিমাইজেশন খুবই দুরুত্বপূর্ণ। কোন ওয়েব সাইটকে সার্চ ইঞ্জিনের প্রথমে নিয়ে আসার জন্য প্রথমত অফ পেইজ অপটিমাইজেশন এর দরকার হয়। আপনি যদি কোন সাইটের মালিক হল তখন আপনার উদ্দেশ্য থাকে আপনার পণ্য অথবা সেবা এই সাইটের মাধ্যমে অন্যকে ওয়েব সাইটি থাকলে আপনার সাইটের ট্রাফিক বেশি হবে। এতে আপনার পণ্য অথবা সেবা এর প্রচার ও বেশি হবে। তাই এ কথা আমরা বলতেই পারি আপনার সাইটে তৈরি করার যে উদ্দেশ্য যে উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য অফ পেইজ অপটিমাইজেশন খুবই প্রয়োজন।

অফ পেইজ অপটিমাইজেশন এর সুবিধা?

অফ পেইজ অপটিমাইজেশন এর সুবিধা সমূহ অনেক। একটি ওয়েব সাইট যে উদ্দেশ্য তৈরি করা হয় বলা যায় সেই উদ্দেশ্য পূরনের রাস্তা হল অফ পেইজ অপটিমাইজেশন নিচে এর সুবিধা সমূহ লক্ষ্য করুন

১। অফ পেইজ অপটিমাইজেশন করে যে কোন ওয়েব সাইটের পেইজ র‍্যাংক বাড়ানো যায়।

২। কোন সাইটের ট্রাফিক বাড়ানোর জন্য অফ পেইজ অপটিমাইজেশন অপরিহার্য।

৩। অফ পেইজ বলতে লিংক বিল্ডিং কে বোঝায় তাই একটি সাইটের সাথে অন্য সাইটের লিংক করতে অফ পেইজ অপটিমাইজেশন দরকার হয়।

৪। কোন সাইটের প্রচারের জন্য অফ পেইজ অপটিমাইজেশন অপরিহার্য।

৫। অনলাইনের মাধ্যমে প্রচার করার জন্য অফ পেইজ অপটিমাইজেশন দরকার হয় আর অনলাইনের মাধ্যমে প্রচার করা হলে আর্থিক ব্যায় অনেক কম হয়। অর্থাৎ অফ পেইজ অপটিমাইজেশন এর মাধ্যমে আপনি খুব কম খরচে আপনার পণ্য অথবা সেবা এর খবর খুব সহজেই প্রচার করতে পারেন। ফলে অনলাইনে আপনার পণ্য অথবা সেবা এর প্রচার করে সহজেই অনেক লাভবান হতে পারেন।

অফ পেইজ কিভাবে কাজ করে

অফ পেইজ এস ই ও কাজ করার জন্য দরকার হয় কোন ওয়েব সাইটের নির্দিষ্ট একটি নেটওয়ার্ক যেটা তৈরি হয় অন্য ওয়েব সাইটের সাথে লিংক বা যুক্ত হয়ে থাকে আমরা বলি লিংক বিল্ডিং এর দরকার হয় দু'টি সম্পর্কিত ওয়েব সাইটের মধ্যে সম্পর্ক যেটা কিনা অ্যাকটিভ অবস্থায় আছে অথবা যেটা সরাসরি ওয়েব মাস্টার কর্তৃক অথবা আলাদা ভাবে ওয়েবসাইট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এ ধরনের একটি নেটওয়ার্ক বা লিংক বিল্ডিং অফ পেইজ অপটিমাইজেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

www.bookbd.info

ওয়েব ওপেন সোর্স ডিজাইন কোড

অ্যাডভান্সড

জুমলা!

মোঃ মিজানুর রহমান

ADVANCED Joomla!™ ...because open source matters

ওয়েব ওপেন সোর্স ডিজাইন কোড

অ্যাডভান্সড

জুমলা!

মোঃ মিজানুর রহমান

আপন মেধায়
Developed
Joomla!™
Extension
ইন্টারনেটে বিক্রয়
তথ্য ও পদ্ধতি সম্বলিত

- টেমপ্লেট
- মডিউল
- কম্পোনেন্ট
- প্লাগইন

অধ্যায়-৪ কী-ওয়ার্ড (Keyword) রিসার্চ এন্ড কম্পেটিটর (Competitor) অ্যানালাইসিস ---

৪.১ কী-ওয়ার্ড (Keyword) কী? ----------
৪.২ কেন আমরা কী-ওয়ার্ড রিসার্চ করবো? ----------
৪.৩ নিস থেকে কী-ওয়ার্ড ----------
৪.৪ নিস সাইট এর জন্য কোন ধরনের কী-ওয়ার্ড সিলেক্ট করা উচিৎ? ----------
৪.৫ কী-ওয়ার্ড সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া। ----------
৪.৬ কী-ওয়ার্ড রিসার্চ টুল ----------
৪.৭ কম্পেটিটর (Competitor) অ্যানালাইসিস ----------
৪.৮ কী-ওয়ার্ড ফাইনালাইজেশন ----------
৪.৯ Secondary কী-ওয়ার্ড গুলো বাছাই করা ----------
৪.১০ প্রোডাক্ট রিসার্চ এবং বিজনেস প্লান ফাইনালাইজেশন ----------

www.bookbd.info

বুকবিডি রচিত ও সম্পাদিত অন্যান্য বই সমূহ

- বিগীনিং জুমলা
- অ্যাডভান্সড জুমলা
- প্রফেশনাল জুমলা
- জুমলা টেম্পলেট মেকিং
- বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস
- অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডপ্রেস
- প্রফেশনাল ওয়ার্ডপ্রেস
- ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-১
- ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২
- ই-কমার্স অ্যান্ড জুমলা ভার্চুমার্ট
- ই-কমার্স
- ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিমওয়েভার
- সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- অ্যাডভান্সড সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- প্রফেশনাল সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
- ফরেক্স ট্রেডিং
- ই-মার্কেটিং
- এইচ টি এম এল-৫
- অ্যাডভান্সড এইচটিএমএল
- পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল
- অ্যাডভান্সড পিএইচপি অ্যান্ড মাই এসকিউএল
- অবজেক্ট অরিয়েন্টেড পি.এইচ.পি
- ডেটাবেস মাই এসকিউএল
- সি প্রোগ্রামিং
- জাভা প্রোগ্রামিং
- জাভাস্ক্রিপ্ট
- জুমলা টেমপেট মেকিং
- অ্যাডভান্সড ফটোশপ
- অ্যাডভান্সড ইলাস্ট্রেটর
- প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন
- প্রফেশনার কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং
- ওডেস্ক এবং আউটসোর্সিং

www.bookbd.info

- অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং
- ব্লগিং
- সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং
- ইন্টারনেট মার্কেটিং
- ওয়েব ডিজাইন
- অ্যাডভান্স এক্সেল
- প্রফেশনাল এক্সেল
- অ্যাডভান্স মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড
- প্রফেশনাল মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড
- বিগীনিং এক্সেল
- ই-মেইল মার্কেটিং
- মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট
- মাইক্রোসফট এক্সেস
- প্রোগ্রামিং লজিক সি
- ব্লগিং এন্ড সোস্যাল মিডিয়া
- ওপেন সোর্স সফ্টওয়ার
- ক্লাউড কম্পিউটিং
- অ্যানড্রয়েড এবং আই ও এস
- কোডইগনাইটার ফ্রেমওয়ার্ক
- অ্যাডভান্সড পিএইচপি
- এ্যাজাক্স এন্ড জেকোয়েরী
- ই-মেইল মার্কেটিং
- ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলোপমেন্ট
- প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট এন্ড লজিক
- অপারেটিং সিস্টেম
- নেটওয়াকিং হাতে খড়
- ওপেন সোর্স সফট্ওয়্যার
- সি# প্রোগ্রামিং
- ডেটাবেজ মাইএসকিউএল এন্ড এমএস এসকিউএল
- ডি এইচটিএমএল এন্ড এক্সএইচটিএমএল
- মোবাইল ফোন
- কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল
- ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
- উইন্ডোজ
- অ্যাডভান্সড জাভা

www.bookbd.info

- সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং
- ফেসবুক
- সোস্যাল মিডিয়া ঃ ফেসবুক, টুইটার, লিংকডিন
- গুগল এ্যাডসেন্স
- ইন্টারনেট সিকিউরিটি
- জেকোয়েরী
- ডেভেলপিং রিস্পন্সিভ ওয়েব
- মোবাইল অ্যাপস্ ডেভেলপমেন্ট
- এ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট
- ইক্লিপস্ এন্ড নেটভিন্স
- সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং
- সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট
- নেটওয়াকিং হাতে খড়ি
- ফেসবুক মার্কেটিং (ডেলি ওয়ান ওয়ার)
- বেসিক প্রোগ্রামিং
- নতুনদের জন্য প্রোগ্রামিং
- ওরাকল
- কম্পিউটার, ল্যাপটপ, হার্ডওয়্যার, এ+
- এ্যাপিলিয়েট মার্কেটিং
- ফাইথন
- কম্পিউটার নেটওয়্যার্ক
- রিস্পন্সিভ ওয়েব ডিজাইন
- ইনফরমেশন টেকনোলজি
- ফটোগ্রাফি
- ওয়েব অ্যাপলিকেশন ডেভেলপমেন্ট
- ফেসবুক, টুইটার, লিংকডইন, ইফটিউব
- রিস্পন্সিভ ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডিজাইন
- ওয়েব অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট
- সি# ডট নেট
- সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং
- মেবাইল এন্ড ল্যাপটপ মাষ্টারিং
- এসকিউএল এন্ড পিএলএসকিউএল
- মাষ্টারিং মাইক্রেসফ্ট অফিস
- ডেটা স্টাকচার এন্ড এলগরিদম
- সফ্টওয়্যার ট্রাবলশুটিং

www.bookbd.info

- বুটস্ট্রাপ এন্ড অ্যাঙগিউলার জেএস
- ল্যাপটপ হার্ডওয়্যার এন্ড সফ্টওয়্যার
- মোবাইল হার্ডওয়্যার এন্ড সফ্টওয়্যার
- আইসিটিতে হাতে খড়ি
- মোবাইল ইউজার গাইড

"আমাদের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা বইটির সম্পূর্ণ কপি আপলোড করতে পারলাম না এ জন্য খুবই দুঃখিত। কেননা বইটি প্রিন্ট কপি বাজারে আছে। আপনারা চাইলে বইটি বাংলাদেশের যে কোন লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।"

www.bookbd.info

"বুকবিডি হচ্ছে বাংলাদেশী প্রফেশনাল বাংলা বই সমূহের ওয়েবসাইট। যেখান থেকে আপনি ই-বুক বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে পারবেন। যে বইগুলো আপনাকে আইটি আউটসোসিং এবং আইসটিতে প্রফেশনাল ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এ ছাড়াও নিজে নিজে কোন প্রকার ট্রেনিং ছাড়াই যে কোন বিষয়ের উপর প্রফেশনাল দক্ষতা অর্জন করতে পারেন এই বই গুলো পড়ে। আর আপনাদের কোন পরামর্শ থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন।" এই ঠিকানায়ঃ- infobook7@gmail.com

....